এ.কে.এম. নাজির আহমদ

দারসুল কুরআন সংকলন

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থস্বত্ব	:	লেখকের
প্রকাশকাল		মে, ২০১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৮ জমাদিউস্ সানি, ১৪৩২
ISBN		978-984-8921-02-9 (set)
প্রচ্ছদ	:	গোলাম মাওলা
মুদ্রণ	:	আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
বিনিময়	:	পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র

Darsul Quran Collection : Vol-II Written & Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition May 2011 Price Taka 45.00 only.

প্রারম্ভিক কথা

ইতোপূর্বে **দারসুল কুরআন সংকলন-১** প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকজন সম্মানিত পাঠক জানিয়েছেন, তাঁরা আমার তৈরি নোটগুলো দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। আমি আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের লাখো শুকরিয়া আদায় করছি। তাঁর কাছে আকুতি জানাচ্ছি তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করে আখিরাতে আমার নাজাতের যারিয়া বানিয়ে দেন।

সম্মানিত পাঠকদের অভিমত আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আরো কিছু নোট আমার হাতে আছে। সেইগুলো থেকে ছয়টি নোট নিয়ে **দারসুল কুরআন সংকলন-২** প্রকাশ করছি। আশা করছি এই নোটগুলোও বেশ কিছু সম্মানিত পাঠকের উপকারে আসবে। সম্মানিত পাঠকদের কাছে আন্তরিকভাবে দু'আ চাই। তাঁদের প্রতি অনুরোধ, কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে জানিয়ে অনুগৃহীত করবেন।

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সহায় হোন! আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে তাঁর প্রিয়জন হিসেবে কবুল করুন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

সূচিপত্র

সূরা আল মু'মিনূন

আয়াত ১-১১

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১। আয়াত

(١) قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ (٢) اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ○ (٣) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ○ (٤) والَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ ○ (٥) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ○ (٦) اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ○ (٧) فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ ○ (٨) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ○ (٩) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○ (١٠) اُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ○ (١١) اَلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ○

২। ভাবানুবাদ

১. নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করেছে মুমিনগণ, ২. যারা তাদের ছালাতে খুশূ অবলম্বন করে, ৩. যারা বেহুদা কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকে, ৪. যারা পরিশুদ্ধি সাধনের কাজে তৎপর থাকে, ৫. যারা তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে,

৬.নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাধীন মহিলাদের নিকটে ছাড়া, এদের কাছে গেলে তারা তিরস্কৃত হবেনা, ৭. তবে এদের বাইরে আরো কিছু চাইলে তারা হবে সীমালংঘনকারী, ৮. যারা আমানাত ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, ৯. যারা তাদের ছালাতগুলোর হিফাযাত করে। ১০. এরা উত্তরাধিকারী, ১১. এরা উত্তরাধিকার রূপে পাবে আলফিরদাউস, যেখানে তারা থাকবে চিরদিন।

৩। পরিপ্রেক্ষিত

নবুওয়াত লাভের পর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তেরোটি বছর মাক্কায় অবস্থান করে ইসলামী দা'ওয়াতের কাজ পরিচালনা করেন। এই তেরোটি বছরকে ইসলামী দা'ওয়াত বা ইসলামী আন্দোলনের মাক্কী যুগ বলা হয়। মাক্কী যুগের মাঝামাঝি কোন এক সময় নাযিল হয় সূরা আলমু'মিনূন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ইতোমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই সূরাটি নাযিলের সময় তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট উপস্থিত ছিলেন।

সূরাটি নাযিল হওয়ার পর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'আমার ওপর এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে, কেউ যদি সেইগুলোর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারে, অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

এই কথা বলে তিনি এই সূরার প্রারম্ভিক আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন।

❒ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সফলকাম মুমিনদের কতগুলো বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছেন।

❒ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানব সত্তা এবং পৃথিবী ও আসমানে বিরাজমান অগণিত নিদর্শন যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থাপিত বক্তব্যের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে সেই দিকে ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

❒ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইসলাম-বিদ্বেষীদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে যুগে যুগে আবির্ভূত নবী-রাসূলগণ একই দীনের অনুসারী ছিলেন। অতীতে বহু মানবগোষ্ঠী নবী-রাসূলদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।

❒ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন যে অঢেল অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়া, বহু সংখ্যক সন্তান-সন্ততি থাকা কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়ার অর্থ এই নয় যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়।

আবার, অর্থ-সম্পদ কম থাকা, সন্তান-সন্ততি কম থাকা কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তি কম থাকার অর্থ এই নয় যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ব্যক্তি হওয়ার পথ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া, আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পরিহার করে চলা এবং তাঁর নির্দেশগুলো একনিষ্ঠভাবে পালন করতে থাকা।

❑ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইসলাম-বিদ্বেষীদের মন্দ আচরণের মুকাবিলায় ভালো আচরণ করার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকিদ করেছেন এবং শাইতান যেনো তাঁকে কখনো আবেগ-তাড়িত করে মন্দের জওয়াবে মন্দ অবলম্বন করতে প্ররোচিত করতে না পারে, সেই মর্মে তাঁকে সতর্ক করেছেন।

❑ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইসলাম-বিদ্বেষীদেরকে আখিরাতের জওয়াবদিহির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভয় প্রদর্শন করেছেন।

৪। ব্যাখ্যা

প্রথম আয়াত

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

'নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করেছে মুমিনগণ।'

এই আয়াতে উল্লেখিত 'আফলাহা' শব্দটি 'ফালাহ' শব্দ থেকে উৎসারিত। 'ফালাহ' শব্দের অর্থ সাফল্য, সফলতা, কল্যাণ।

সাধারণত পৃথিবীর মানুষ অঢেল অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়া, অনেক সন্তান-সন্ততি থাকা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিতে অন্যদের চেয়ে অগ্রবর্তী থাকাকে সফলতা বলে মনে করে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এই ভুল ধারণা অপনোদনের জন্য অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, সফলতার প্রাথমিক পুঁজি হচ্ছে ঈমান। যেইসব ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর নাযিলকৃত কিতাব এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করেন, সেইসব ব্যক্তি সফলতার সিঁড়ির প্রথম ধাপ অতিক্রম করতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয় আয়াত

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

'যারা তাদের ছালাতে 'খুশু' অবলম্বন করে'।

এই আয়াতে সফলতা লাভকারী মুমিনদের একটি গুণ বা বৈশিষ্ট তুলে ধরা হয়েছে।

সফলকাম মুমিনগণ ছালাত আদায়কারী হয়ে থাকেন। আর ছালাতে তাঁরা খুশূ অবলম্বন করেন।
খুশূ শব্দের অর্থ বিনম্রতা।

সফলকাম মুমিনগণ তাড়াহুড়ো করে ছালাত আদায় করেন না। তাঁরা উদ্ধতভাবে ছালাত আদায় করেন না। তাঁরা ছালাত আদায়কালে এই দিক ওই দিক তাকান না। তাঁরা নিবিষ্ট মনে ছালাত আদায় করেন। তাঁরা সুস্থিরভাবে ছালাত আদায় করেন। তাঁরা বিনম্র-বিনীতভাবে ছালাত আদায় করেন। তাঁদের ছালাত বলে দেয়, তাঁরা তাঁদের রবের সামনে দাঁড়িয়েছেন– এই অনুভূতি নিয়ে ছালাত আদায় করছেন। তাঁদের ছালাতে দেহের সাথে মন সংগ দেয়।

তৃতীয় আয়াত

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ٥

'এবং যারা বেহুদা কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকে।'

এই আয়াতে সফলকাম মুমিনদের দ্বিতীয় গুণ বা বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে।
'লাগ্উন' অর্থ বেহুদা কথা ও বেহুদা কাজ। সফলকাম মুমিনগণ কখনো কোন অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয় কথা বলেন না। অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয় কোন কাজ করেন না।
তাঁরা বাজে কথায় কান দেন না।
বাজে কাজের দিকে দৃষ্টি দেন না।
কোথাও কোন বাজে কাজ হতে দেখলে তাঁরা সেই স্থান এড়িয়ে চলেন।
এই সম্পর্কে সূরা আলফুরকানের ৭২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ٥

'পথ চলাকালে কোথাও কোন বাজে কথা বা বাজে কাজ হতে দেখলে, তারা ভদ্রভাবে সেই স্থান অতিক্রম করে চলে যায়।'

একজন খাঁটি মুমিন দুনিয়ার জীবনটাকে পরীক্ষার হলে অবস্থানকাল বলে মনে করেন। ফলে খেল-তামাশায় সময় কাটানো নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ঘণ্টাকে

কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করে তিনি আখিরাতের সফলতা নিশ্চিত করতে চান।

চতুর্থ আয়াত

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ ০

'এবং যারা পরিশুদ্ধি সাধনের কাজে তৎপর থাকে।'

এই আয়াতে সফলকাম মুমিনদের তৃতীয় গুণ বা বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। 'আয্‌যাকাত' শব্দটির প্রধান অর্থ– পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধি, প্রবৃদ্ধি।

يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ ০

কথাটির অর্থ হয় 'তারা অর্থ-সম্পদ পরিশুদ্ধ করার লক্ষ্যে এর একটি অংশ বাইতুল মালে জমা দেয়।'

কিন্তু যখন বলা হয়–

لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ ০

তখন এর অর্থ আর্থিক যাকাত দেওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না। তখন এর অর্থ হয় চিন্তার পরিশুদ্ধি, চরিত্রের পরিশুদ্ধি এবং সমাজ ও সভ্যতার পরিশুদ্ধি। অর্থাৎ সফলকাম মুমিনগণ কেবল নিজেদের চিন্তা-চেতনা ও আমল-আখলাক পরিশুদ্ধ করেই ক্ষান্ত হন না, তাঁরা গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে ইসলামের রঙে রাঙিয়ে নিতে চেষ্টারত থাকেন।

সূরা আলআ'লা-র ১৪ নাম্বার আয়াতের– قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ০

(সফলকাম হয়েছে সেই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি পরিশুদ্ধি লাভ করেছে।) এবং সূরা আশ্‌ শামস-এর ৯ নাম্বার আয়াতের–

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ০

(সফলকাম হয়েছে সেই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি আপন সত্তাকে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে।) বক্তব্য দ্বারা আত্মশুদ্ধির কথা বুঝানো হয়েছে। কিন্তু সূরা আল'মুমিনূনের আলোচ্য আয়াতটিতে (অর্থাৎ চতুর্থ আয়াতে) যুগপৎ আত্মশুদ্ধি ও সমাজশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

আর পরিশুদ্ধি তৎপরতায় আত্মনিবেদিত থাকাকেই সফলকাম মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চম আয়াত

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ○

'যারা তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে।'

এই আয়াতে সফলকাম মুমিনদের চতুর্থ গুণ বা বৈশিষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। সফলকাম মুমিনগণ যৌন পবিত্রতা সংরক্ষণ করেন। তাঁরা উলংগ হওয়া থেকে বেঁচে থাকেন। তাঁরা অন্যদের সামনে নিজেদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করেন না। তদুপরি তাঁরা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন কর্তৃক নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁদের যৌন শক্তি ব্যবহার করেন না। তাঁরা উচ্ছৃংখল যৌন জীবন যাপন করেন না।

লজ্জাস্থানের হিফাযাতের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

مَنْ يَّضْمَنُ لِىْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَه الْجَنَّةَ –

[সাহ্ল ইবনু সা'দ (রা), সহীহ আল বুখারী]

'যেই ব্যক্তি তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হিফাযাতের জামিন হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হবো।'

ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াত

اِلاَّ عَلى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ○

فَمَنِ ابْتَغى وَرَاءَ ذلِكَ فَاُولئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ ○

'নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাধীন মহিলাদের ছাড়া, এদের কাছে গেলে তারা তিরস্কৃত হবে না। তবে এদের বাইরে আর কিছু চাইলে তারা হবে সীমালংঘনকারী।'

اَلَّذِيْنَ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ○

আয়াত দ্বারা কেউ যেনো এই অর্থ গ্রহণ করতে না পারে যে, যৌন শক্তি আসলেই খারাপ জিনিস, অতএব আল্লাহ্ ওয়ালা লোকদের কর্তব্য যৌন চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত থাকা, সেই জন্য এই দুইটি আয়াতে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বৈধ স্থানে যৌন শক্তিকে ব্যবহার করা কোন নিন্দনীয় কাজ নয়। আপন স্ত্রী এবং আপন দাসী হচ্ছে সেই বৈধ

স্থান। এর বাইরে অন্য কোথাও যৌন শক্তিকে ব্যবহার করা বৈধ নয়।

উল্লেখ্য যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবির্ভাব কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো আরব দেশেও উট, ঘোড়া, গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির মতো মানুষ বেচাকেনার হাট বসতো। এই সব হাটে বেচাকেনার মাধ্যমে মানুষ এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির মালিকানায় যেতো। এই মানুষগুলোকে ক্রীত দাস ও ক্রীত দাসী বলা হতো। মাক্কী যুগে যাঁরা মুসলিম হতেন তাঁদের কারো কারো মালিকানায় এই ধরনের দাস-দাসী থাকতো। ইসলাম মুনীবকে তাঁর মালিকানাধীন দাসীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার প্রদান করে।

মাদানী যুগে যুদ্ধের ময়দানে বন্দী ব্যক্তিদের মধ্যে যাদেরকে বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে কিংবা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেওয়া হতো না, তাদেরকে হত্যা না করে কিংবা সারা জীবনের জন্য কারাবন্দী না করে সরকার কর্তৃক মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হতো। ইসলাম মুনীবকে স্বীয় মালিকানাধীন যুদ্ধবন্দিনীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার প্রদান করে।

হঠাৎ করে সকল দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেওয়ার ঘোষণা এলে তাদের, বিশেষ করে দাসীদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও নিরাপত্তার বড়ো রকমের সমস্যা দেখা দিতো। সেই জন্য জ্ঞানময় বিজ্ঞতাময় সত্তা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন দাস-দাসীদের মুক্তির জন্য বিজ্ঞতাপূর্ণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করেন।

অতপর কোন আযাদ ব্যক্তিকে দাস বা দাসী বানানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হয়। দাস-দাসীদেরকে মুনীবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অন্যত্র কাজ করে অর্থ যোগাড় করে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। কোন কোন অনভিপ্রেত কাজের কাফফারা স্বরূপ দাস মুক্তির বিধান দেওয়া হয়। সাধারণভাবে দাস-দাসীদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার কাজকে অতীব পুণ্যের কাজ বলে চিহ্নিত করা হয়।

তদুপরি মুনীবের ঔরসে তাঁর মালিকানাধীন দাসীর গর্ভে সন্তান জন্ম নিলে তাকে 'উম্মুল ওয়ালাদ' বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এরপর তাকে অন্যত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হয়।

মুনীব মৃত্যু বরণ করলে উম্মুল ওয়ালাদ সাথে সাথে আযাদ হয়ে যাবে বলে বিধান দেওয়া হয়।

উম্মুল ওয়ালাদের গর্ভজাত সন্তানগণ মুনীবের স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের মতোই যাবতীয় অধিকার পাবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়।

অষ্টম আয়াত

وَالَّذِيْنَ هُمْ لاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ٥

'যারা আমানাত ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।'

এই আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন সফলকাম মুমিনদের পঞ্চম ও ষষ্ঠ গুণ বা বৈশিষ্ট তুলে ধরেছেন।

সূরা আলআহ্যাবের ৭২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّا عَرَضْنَا الاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الاِنْسَانُ ط اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً ٥

'আমি এই আমানাত (খিলাফাত) আসমানসমূহ, পৃথিবী এবং পাহাড়-পর্বতের সামনে পেশ করলাম। তারা তা বহন করতে প্রস্তুত হলো না, বরং তারা ভয় পেয়ে গেলো। কিন্তু মানুষ তা নিজের কাঁধে তুলে নিলো। অতপর মানুষ যালিম ও মূর্খের মতো কাজ করলো।'

সূরা আন্ নিসা-র ৫৮ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا ط

'অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদেরকে যাবতীয় আমানাত হকদারের নিকট সুপর্দ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

اَلْمَجَالِسُ بِالأَمَانَةِ اِلَّا ثَلَاثَةُ مَجَالِسَ سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ اِقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ٥

[জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রা), সুনান আবী দাউদ, মুসনাদে আহমাদ, সুনান আল বাইহাকী।]

'মাজলিসের প্রসিডিংস আমানাত। তিনটি মাজলিস ছাড়া। সেইগুলো হচ্ছে : অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটানো, ব্যভিচার সংঘটন অথবা অবৈধভাবে কারো অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত মাজলিস।'

❑ আমানাত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন মানুষকে যেই

সব শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছেন সেইগুলো আমানাত। তিনি মানুষকে যেইসব অর্থ-সম্পদ দিয়ে থাকেন সেইগুলো আমানাত। তিনি মানুষকে যেইসব নির্দেশ দিয়েছেন সেইগুলো আমানাত। কোন দল বা ভূ-খণ্ডের ব্যক্তি সমষ্টি দল পরিচালনা কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার যেই দায়িত্ব কারো ওপর অর্পণ করে সেটি আমানাত। কোন মাজলিসের কার্যবিবরণী (প্রসিডিংস) আমানাত। কেউ কারো নিকট কোন কিছু গচ্ছিত রাখলে সেটি আমানাত। কেউ কারো কাছে একান্ত গোপন কথা বলে থাকলে তা আমানাত।

খাঁটি মুমিনগণ কোন অবস্থাতেই আমানাতের খিয়ানাত করতে পারেন না।

আমানাতদারির গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَه ○

'যার আমানাতদারি নেই তার ঈমান নেই।'

[আনাস (রা), আহমাদ, আলবাযযার, আত্-তাবারানী, ইবনু হিব্বান]

❑ ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির ব্যাপ্তিও অনেক। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সাথে কৃত ওয়াদা, ব্যক্তির সাথে কৃত ওয়াদা, জাতির সাথে জাতির চুক্তি– সবগুলোই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খাঁটি মুমিনগণ কোন অবস্থাতেই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।

সূরা বানী ইসরাঈলের ৩৪ নাম্বারে আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً ○

'এবং তোমরা ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।'

সূরা আন্ নাহলের ৯১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اللهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ ○

'তোমরা যখন আল্লাহর নামে ওয়াদা কর, তা পূর্ণ কর।'

ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَه وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَه ٥

[আনাস (রা), আহমাদ, আলবাযযার, আত্-তাবারানী, ইবনু হিব্বান]

'যার আমানাতদারি নেই তাঁর ঈমান নেই, যার ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পালন নেই তার দীনদারি নেই।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুনাফিকের পরিচয় চিহ্ন সম্পর্কে বলেন,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ ٥

[আবু হুরাইরা (রা), ছাহীহ মুসলিম, ছাহীহ আলবুখারী]

'মুনাফিকের পরিচয় চিহ্ন তিনটি। সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, সে ওয়াদা করলে তা ভংগ করে, এবং তার কাছে কোন কিছু আমানাত রাখলে সে খিয়ানাত করে।'

নবম আয়াত

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ٥

'যারা তাদের ছালাতগুলোর হিফাযাত করে।'

এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সফলকাম মুমিনদের সপ্তম গুণ বা বৈশিষ্ট তুলে ধরেছেন।

সফলকাম মুমিনগণ সময় মতো তাঁদের ছালাত আদায় করেন। তাঁরা সঠিকভাবে নিয়ম-কানুন মেনে ছালাত আদায় করেন।

তাঁরা পবিত্রতা হাছিল করে ছালাত আদায় করেন। তাঁরা একাগ্রতা ও মানসিক প্রশান্তিসহকারে ছালাত আদায় করেন। তাঁরা ধীরে-সুস্থে ছালাত আদায় করেন।

এই ছালাতের মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত হন। আর আল্লাহর সাথে এই সম্পর্ক গড়ে ওঠার কারণে তাঁরা অনুপম নৈতিক শক্তি অর্জন করেন।

দশম ও এগারতম আয়াত

اُولئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ٥ اَلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ٥

'এরাই উত্তরাধিকারী, এরা উত্তরাধিকার হিসেবে পাবে আলফিরদাউস, যেখানে তারা থাকবে চিরদিন।'

এই আয়াত দুইটির মাধ্যমে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন জানিয়ে দিলেন যে উপরে বর্ণিত সাতটি গুণে যাঁরা গুণান্বিত হবেন, সাতটি বৈশিষ্টে যাঁরা বৈশিষ্টমণ্ডিত হবেন, তাঁরা পুরস্কার হিসেবে আলফিরদাউস লাভ করবেন। আর আলফিরদাউস হচ্ছে জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম অংশ।

আলফিরদাউস অনুপম নিয়ামতে পরিপূর্ণ স্থান। আলফিরদাউস অনন্ত সুখের স্থান। আলফিরদাউস সুখময় মৃত্যুহীন জীবন লাভের স্থান।

আলফিরদাউস লাভই বড়ো সফলতা। সেই সফলতা লাভের জন্য যেইসব গুণ-বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন, তার মধ্য থেকে এই এগারোটি আয়াতে সাতটি গুণ-বৈশিষ্টের উল্লেখ করা হয়েছে।

৫। শিক্ষা

আখিরাতের অনন্ত জীবনে আলফিরদাউস লাভ করে সফল হওয়ার লক্ষ্যে আমাদেরকে-

(১) খুশু সহকারে ছালাত আদায় করতে হবে,
(২) বেহুদা কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে,
(৩) আত্মশুদ্ধি ও সমাজ শুদ্ধির কাজে নিবেদিত থাকতে হবে,
(৪) লজ্জাস্থানের হিফাযাত করতে হবে,
(৫) আমানাতের হিফাযাত করতে হবে,
(৬) ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে এবং
(৭) প্রতিটি ওয়াক্তের ছালাতের হিফাযাত করতে হবে।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে সফলকাম মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন! ❖

সূরা আন্ নাহল

আয়াত-১২৫

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১। আয়াত

(১২৫) اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِه وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

২। ভাবানুবাদ

হিকমাত ('বিজ্ঞতা-বুদ্ধিমত্তা-বিচক্ষণতা) অবলম্বন করে ও নছীহাতপূর্ণ সুন্দর বক্তব্যের মাধ্যমে লোকদেরকে তোমার রবের পথের দিকে ডাক। আর তাদের সাথে বাক্য বিনিময় কর সর্বোত্তম যুক্তি-প্রদর্শন করে। অবশ্যই তোমার রব বেশি জানেন কে তাঁর পথচ্যুত হয়েছে এবং তিনি বেশি জানেন কে আছে সঠিক পথে।'

৩। পরিপ্রেক্ষিত

ঈসায়ী ৬১০ সনে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়াত দান করেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম তিনটি বছর নিরবে দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। অতপর সরবে দা'ওয়াত দেওয়ার নির্দেশ আসার পর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আছ্ ছাফা পাহাড়ে

ওঠে "ইয়া সাবাহাহ" "ইয়া সাবাহাহ" ধ্বনি দেন। তাৎক্ষণিকভাবে লোকদেরকে একত্রিত করে কোন বিপদের সংবাদ দেওয়ার জন্য কোন উঁচু স্থানে ওঠে এই ধ্বনি দেওয়া ছিলো তখনকার আরবদের একটি নিয়ম।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কণ্ঠে উক্ত ধ্বনি উচ্চারিত হলে লোকেরা ছুটে এসে আছ্ ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হয়।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমবেত জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যদি বলি তোমাদের ওপর হামলা চালাবার জন্য একদল অশ্বারোহী সৈন্য আবু কুবাইস পাহাড়ের ওদিকে অপেক্ষমান, তোমরা কি বিশ্বাস করবে?' লোকেরা বললো, 'অবশ্যই করবো। কারণ তুমি তো কখনো মিথ্যা কথা বল না।' তখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আখিরাতের মহা বিপদ এবং তা থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন।

পৌত্তলিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত আবু লাহাব ভীষণ ক্ষেপে যায়। সে একখণ্ড পাথর নিজের হাতে তুলে নিয়ে তার ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং বলে ওঠে, 'তোমার সর্বনাশ হোক। এই জন্য তুমি আমাদেরকে ডেকে এনেছো?' অতপর সে লোকদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়।

তখন থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সরবে দীনের দা'ওয়াত দিতে থাকেন।

মুশরিকরা হাসি-তামাশা, গাল-মন্দ, হুমকি-ধমকি এবং বানোয়াট কথা প্রচার করে তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে। মুশরিকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সত্য-সন্ধানী যুবক-যুবতীরা একে একে মুমিনদের কাফিলায় শামিল হতে থাকে। এতে মারমুখো হয়ে ওঠে মুশরিক শক্তি। নবুওয়াতের পঞ্চম সন থেকে দৈহিক নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে অবস্থা এতোই নাজুক হয়ে ওঠে যে বহু সংখ্যক মুমিন ঘর-দোর, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভেড়া-ঘোড়া-উট ইত্যাদি পেছনে ফেলে হাবশায় হিজরাত করেন।

আর যাঁরা মাককায় থেকে গিয়েছিলেন তাঁদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ সনে কুরাইশদের দশটি গোত্রের নয়টি গোত্র বানু হাশিমের বিরুদ্ধে একটি বয়কট চুক্তি স্বাক্ষরিত করে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হত্যা করার জন্য তাদের হাতে না দেওয়া পর্যন্ত এই

বয়কট চুক্তি বলবৎ থাকবে বলে স্থিরীকৃত হয়। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য আবু তালিবের নেতৃত্বে বানু হাশিম এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহ মুমিনগণ তাঁবু খাটিয়ে শিয়াবে আবু তালিব নামক স্থানে অবস্থান করতে থাকেন।

তিনটি বছর পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। অবশেষে আল্লাহর অনুগ্রহে কয়েকজন বিবেকবান কুরাইশ যুবকের উদ্যোগে এই অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), মুমিনগণ এবং বানু হাশিম মুক্তি লাভ করেন। তবে বিরোধিতার মাত্রা সমভাবেই চলতে থাকে। মুমিনদের জন্য মাককায় জীবন যাপন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

এই সময়টিতে নাযিলকৃত সূরাগুলোর একটি হচ্ছে সূরা আন্ নাহল। অর্থাৎ সূরা আন্ নাহল মাককী জীবনের শেষ ভাগের কোন এক সময় নাযিল হয়।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন একত্ববাদের যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন শিরকের অসারতার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অত্যন্ত নগণ্য একটি ফোঁটা থেকে যে মানুষের সৃষ্টি তা আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহর প্রেরিত বিধান নিয়ে বিতর্ক না করতে বলেছেন।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানুষের জন্য সৃষ্ট বহু সংখ্যক নি'মাতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং অসংখ্য বিভ্রান্ত পথে না চলে মানুষের কর্তব্য যে কাছদুস্ সাবীল অর্থাৎ সোজা-সঠিক পথে চলা তা পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহর প্রেরিত রাসূলের অবাধ্যতা করার ভয়াবহ পরিণতির কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি অবতীর্ণ বিধান মানুষের জীবনে যেইসব নৈতিক পরিবর্তন আনতে চায় সেইগুলো সংক্ষেপে, অথচ হৃদয়গ্রাহীভাবে বর্ণনা করেছেন।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যারা নিজেরা কুফর অবলম্বন করে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তাদেরকে আযাবের পর আযাব দেবেন বলে জানিয়েছেন।

এই সূরাতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন কাফিরদের পরিচালিত যুলম-নির্যাতনের মুকাবিলায় মুমিনদের অনুসৃতব্য নীতি-সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।
এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহর পথে লোকদেরকে আহ্বান জানানোর বাস্তব সম্মত পদ্ধতি মুমিনদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

৪। ব্যাখ্যা

☐ আলকুরআনের বিভিন্ন স্থানে আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ্-র তাকিদ সম্বলিত আয়াত রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে সূরা আল মুদ্দাস্সির-এর ২য় ও ৩য় আয়াতে এই সম্পর্কে প্রথম নির্দেশ এসেছে। আয়াত দুইটিতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্বোধন করে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

قُمْ فَأَنْذِرْ ○ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ○

'ওঠ, লোকদেরকে সাবধান কর। তোমার রবের বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর, প্রতিষ্ঠা কর।'
সূরা আশ্ শূরা-এর ১৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ صلى وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ صلى وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ صلى

'এমতাবস্থায় তুমি দা'ওয়াত দিতে থাক। আর দৃঢ় থাক যেমনটি তোমাকে আদেশ করা হয়েছে। ঐসব লোকের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করো না।'

সূরা ইউসুফ-এর ১০৮ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ○

ওদেরকে বল, এটাই তো আমার পথ যে আমি লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই।'
সূরা আল মা-য়িদাহ-এর ৬৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ صلى وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ج

'হে রাসূল, তোমার রবের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা লোকদের নিকট পৌঁছাও। তুমি যদি তা না কর, তাহলে তো রিসালাতের দায়িত্বই পালন করলে না।'

সূরা আল কাসাস-এর ৮৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ۝

'তোমার রবের দিকে লোকদেরকে ডাক।'

যেই কথাগুলো ব্যবহার করে লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানো হয় সেই কথাগুলো সর্বোত্তম কথা বলে উল্লেখ করে সূরা হামীমুস সাজদাহ-র ৩৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

'সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম যে আল্লাহর দিকে লোকদেরকে ডাকে, আমালুছ্ ছালিহ্ করে এবং বলে : নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের একজন।'

❑ ছালাত, ছাওম ও যাকাতের মতো নবী-রাসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) আরেকটি অভিন্ন কাজ ছিলো আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহর কাজ।

কুর্দিস্তানে প্রেরিত হয়েছিলেন নূহ (আলাইহিস সালাম)। তিনি তাঁর কাউমকে সম্বোধন করে বলেন,

اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۙ اَنْ لاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اللهَ ؕ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۝

'আমি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট সাবধানকারী হিসেবে এসেছি। তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না। অন্যথায় আমি আশংকা করছি তোমাদের ওপর একদিন কষ্টদায়ক আযাব এসে পড়বে।'

প্রাচীন ইরাকের উর সাম্রাজ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)। তিনি তাঁর কাউমকে সম্বোধন করে বলেন,

اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

[সূরা আল 'আনকাবূত ॥ ১৬]

'তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁকে ভয় করে চল। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা তা বুঝ।'

প্রাচীন আরবের প্রতাপশালী আদ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন হূদ (আলাইহিস সালাম)। তিনি তাঁর কাউমকে সম্বোধন করে বলেন,

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُه ○

[সূরা হূদ ॥ ৫০]

'হে আমার কাউম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।'

প্রাচীন আরবের আরেক প্রতাপশালী জাতি ছিলো সামুদ জাতি। এরা পাথরের পাহাড় খোদাই করে প্রাসাদ বানিয়ে তাতে বসবাস করতো।

সামুদ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন ছালিহ (আলাইহিস সালাম)। তিনি তাঁর কাউমকে সম্বোধন করে বলেন,

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُه ○

[সূরা হূদ ॥ ৬১]

'হে আমার কাউম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।'

প্রাচীন আরবের তাবুক এবং এর নিকটবর্তী বিস্তৃত এলাকায় বসবাস করতো মাদ্ইয়ান জাতি। এদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন শুয়াইব (আলাইহিস সালাম)। তিনি তাঁর কাউমকে সম্বোধন করে বলেন,

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُه ○

[সূরা হূদ ॥ ৮৪]

'হে আমার কাউম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।'

কানান বা ফিলিস্তিনে বসবাসকারী ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর এক নেক সন্তান ছিলেন ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)। ঈর্ষাপরায়ণ ভাইদের চক্রান্তের শিকার হয়ে তিনি বিজন মরুভূমির এক কূয়াতে নিক্ষিপ্ত হন। একটি বাণিজ্য কাফিলার লোক তাঁকে কূয়া থেকে বের করে মিসরে নিয়ে সেখানকার প্রতাপশালী এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে। সেই প্রতাপশালী ব্যক্তির স্ত্রীর যৌনক্ষুধা মেটাবার জন্য আহূত হয়েও তিনি তাতে সাড়া না দেওয়ায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

ইতোমধ্যে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) নবুওয়াত লাভ করেন। কারাগারের বন্দীদের মাঝেই তিনি দা'ওয়াতী কাজ শুরু করেন। বন্দীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেন,

اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ ۚ اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ ٥ [সূরা ইউসুফ ॥ ৪০]

'সার্বভৌমত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারো নয়। তাঁর নির্দেশ ঃ তাঁকে ছাড়া তোমরা আর কারো ইবাদাত করবে না। এটাই মজবুত জীবন ব্যবস্থা। অথচ অধিকাংশ লোকই তা জানে না।'

প্রাচীন মিসরের ফিরআউন মারনেপতাহ-এর নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন মূসা ইবনু ইমরান (আলাইহিস সালাম)। তিনি মিসরবাসীর নিকট এবং ফিরআউনের নিকট দীনের দা'ওয়াত দিতে থাকেন।

ফিরআউনের সামনে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেন,

أَنْ أَدُّوٓا إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ٥ وَأَنْ لاَّ تَعْلُوا عَلَى اللهِ ۖ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ٥

[সূরা আদ্ দুখান ॥ ১৮, ১৯]

'আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার হাতে সঁপে দাও। আমি তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত রাসূল হিসেবে প্রেরিত। আল্লাহর ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে যেয়ো না। আমি তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট সনদ পেশ করছি।'

ফিলিস্তিনে আবির্ভূত হয়েছিলেন ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)। তিনি তাঁর কাউমকে সম্বোধন করে বলেন,

وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ٥

[সূরা মারইয়াম ॥ ৩৬]

'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব, তোমাদেরও রব। অতএব একমাত্র তাঁরই ইবাদাত কর। এটাই সরল-সঠিক পথ।'

❒ দা'ওয়াতী কাজের মাধ্যমে অর্জিত কল্যাণ সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ ٥

[আবু মাস'উদ উকবা ইবনু আমর আল আনছারী (রা), ছাহীহ মুসলিম]

'যেই ব্যক্তি কোন ভালো পথ দেখায়, সেই ব্যক্তি এতোটাই বিনিময় পায় যতোটা ঐ কাজ সম্পাদনকারী পেয়ে থাকে।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ ٥

[আবু হুরাইরা (রা), ছাহীহ মুসলিম]

'যেই ব্যক্তি কাউকে হিদায়াতের পথের দিকে ডাকে, তার জন্য ঐ পথের অনুসারী ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত পুরস্কারের অনুরূপ পুরস্কার রয়েছে।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলী ইবনু আবী তালিবকে (রা) বলেন,

فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَّهْدِىَ اللّٰهُ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ ٥

[সাহল ইবনু সা'দ আস্ সায়েদী (রা), ছাহীহ মুসলিম]
'আল্লাহর শপথ, তোমার দ্বারা আল্লাহ যদি একজন ব্যক্তিকে হিদায়াতের পথে আনেন, তা তোমার জন্য লাল উট লাভ করার চেয়েও উত্তম।'

দা'য়ী ইলাল্লাহকে ত্বরা-প্রবণতা পরিহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সমাজে পরিবর্তন আনার আগে মানুষের চরিত্রে বা কর্মধারায় পরিবর্তন আনতে হবে এবং

চরিত্রে পরিবর্তন আনার আগে মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনতে হবে। আর এই পরিবর্তন আনয়ন সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ওপর তাওয়াক্কুল করে পরম ধৈর্যসহকারে এই কাজ একনিষ্ঠভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

❑ একজন দা'য়ী ইলাল্লাহ্ পূর্ণাংগ ইসলামকেই মানুষের সামনে তুলে ধরবেন। কারো
ভয়ে কিংবা 'হিকমাতের' ভুল ব্যাখ্যা করে ইসলামের অংশ বিশেষ তুলে ধরা এবং অংশ বিশেষ গোপন করা অন্যায়।
এই সম্পর্কে সূরা আলবাকারা-র ১৪০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ○

'ঐ ব্যক্তির চেয়ে কে বেশি যালিম হতে পারে যার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া একটি সাক্ষ্য রয়েছে, আর সেটি সে গোপন করে?'

সূরা আলবাকারা-র ১৫৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ○

'যারা আমার নাযিলকৃত স্পষ্ট শিক্ষা ও হিদায়াত গোপন করে অথচ তা আমি সকল মানুষকে পথ দেখাবার জন্য আমার কিতাবে বর্ণনা করেছি, আল্লাহ্ তাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করেন এবং লা'নতকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়।'

পূর্ণাংগ ইসলামকে মানুষের সামনে তুলে ধরার তাকিদ দিয়ে সূরা হূদ-এর ১২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰىٓ إِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ أَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ إِنَّمَآ أَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○

'এমন যেন না হয় যে তোমার প্রতি যা কিছু ওহী করা হচ্ছে তার কিছু অংশ তুমি উপস্থাপন করা থেকে বাদ দেবে এবং এই সব প্রচারণায় তোমার মন সংকুচিত হবে যে এই ব্যক্তির ওপর কোন ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ হয়নি কেন অথবা

এর সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন? তুমি তো কেবল একজন সতর্ককারী। আর সব কাজের বিধায়ক তো আল্লাহই।'

☐ আলোচ্য আয়াতে (অর্থাৎ সূরা আন নাহল-এর ১২৫ নাম্বার আয়াতে) আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় দা'ওয়াত দানের পদ্ধতি তুলে ধরেছেন। তিনি দা'য়ী ইলাল্লাহকে (১) হিকমাত অবলম্বন, (২) নছীহাতপূর্ণ সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন এবং (৩) সর্বোত্তম যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে দা'ওয়াত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

(১) হিকমাত অবলম্বন।

আলহিকমাত শব্দটির বহুবিধ অর্থ রয়েছে। এখানে শব্দটি বিজ্ঞতা-বুদ্ধিমত্তা-বিচক্ষণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ যেন তেন ভাবে করার কাজ নয়। এটি বিজ্ঞতা-বুদ্ধিমত্তা-বিচক্ষণতা দাবি করে।

দা'য়ী ইলাল্লাহকে পরিবেশ-পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ব্যক্তি মানসিকভাবে কী অবস্থায় আছেন তা আঁচ করতে হবে।

ব্যক্তির সময়ের অবস্থা কী তাও জানতে হবে।

আলাপ-আলোচনাকালে নিজে কিছু বলতে হবে, তাঁকেও বলতে দিতে হবে।

আলাপচারিতার ভেতর দিয়েই ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে।

যেই বিষয়ে তাঁর চিন্তায় বিভ্রান্তি রয়েছে, সেই বিষয়ে আলকুরআন ও আলহাদীসের বক্তব্য তাঁর সামনে তুলে ধরতে হবে।

আলাাপ-আলোচনায় ভদ্রতা-শালীনতা বজায় রাখতে হবে।

কোন অবস্থাতেই রেগে যাওয়া যাবে না।

বক্তব্য শুনে শ্রোতার মনে যেন এই ধারণা সৃষ্টি না হয় যে ভদ্রলোক আমাকে গবেট মনে করছেন।

বক্তব্য শুনে শ্রোতার মনে যেন এই ধারণা সৃষ্টি না হয় যে ভদ্রলোক আমাকে অবজ্ঞা করছেন।

হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা শুরু হওয়া প্রয়োজন এবং হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশেই তা শেষ হওয়া প্রয়োজন।

(২) নছীহাতপূর্ণ সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন।

বক্তব্য হতে হবে সঠিক।

বক্তব্য হতে হবে সোজা-সুস্পষ্ট, কোন ধোঁয়াশা ভাব থাকবে না। এতে কোন গোঁজামিল থাকবে না।

বক্তব্যের ভাষা হতে হবে প্রাঞ্জল।

বক্তব্য হতে হবে হৃদয়গ্রাহী।

বক্তব্য হতে হবে এমন যা একদিকে শ্রোতার আবেগ, অন্য দিকে শ্রোতার বুদ্ধিবৃত্তিকে নাড়া দেবে।

বক্তব্য এমন হওয়া চাই যা শ্রোতার মনে এমন আলোচনা আরো শুনার আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

(৩) সর্বোত্তম যুক্তি প্রদর্শন

সুন্দর সুন্দর উদাহরণ ও যুক্তি উপস্থাপন করে বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে।

আলোচনাকে বিতর্ক অনুষ্ঠানে পরিণত করা যাবে না।

বুদ্ধির লড়াইতে অন্যকে হারিয়ে দেওয়া লক্ষ্য হবে না।

গলাবাজি করা যাবে না।

যুক্তি প্রদর্শনকালে মধুর বাক্য ব্যবহার করতে হবে।

কূট-তর্কে জড়িয়ে পড়া যাবে না।

আলোচনা উত্তেজনার দিকে এগিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে আলোচনার ইতি টানতে হবে।

হাসিমাখা মুখে হাত মিলিয়ে শান্তভাবে বিদায় গ্রহণ করতে হবে।

❐ আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে কোন লোকের হিদায়াত প্রাপ্তি সম্পর্কে আরেকটি মহাসত্য ব্যক্ত করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِه وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

'অবশ্যই তোমার রব ভালো করেই জানেন কে তাঁর পথচ্যুত এবং তিনি ভালো করেই জানেন কারা সঠিক পথের পথিক।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চাচা আবু তালিবকে মুসলিম বানাবার জন্য বারবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আলকাসাস-এর ৫৬ নাম্বার আয়াত নাযিল করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

'তুমি যাকে চাও তাকেই হিদায়াত করতে পার না। আল্লাহ যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন। আর তিনি ভালো করেই জানেন কারা হিদায়াতের পথের পথিক।'

হিদায়াত প্রাপ্তি সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আলকুরআনে বিভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন। এইসব বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে, যেই ব্যক্তি আল্লাহর দিকে এগিয়ে আসতে চায় আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে টেনে নেন। কিন্তু যেই ব্যক্তি তাঁর দিকে আসতেই চায় না, তার পেছনে দৌড়ানো আল্লাহর কাজ নয়।

অর্থাৎ হিদায়াত প্রাপ্তি একদিকে ব্যক্তির আগ্রহ, অন্যদিকে আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল।

৫। শিক্ষা

○ বিজ্ঞতা-বুদ্ধিমত্তা-বিচক্ষণতাসহকারে, নছীহাতপূর্ণ সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং সর্বোত্তম যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে লোকদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানাতে হবে।

○ হিদায়াত প্রাপ্তি একদিকে ব্যক্তির আগ্রহ, অন্যদিকে আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। দা'য়ী ইলাল্লাহ চাইলেই কাউকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসতে পারবেন না। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক অব্যাহতভাবে দা'ওয়াতী কাজে আত্মনিবেদিত থাকা। ❖

সূরা আল-ইসরা' বা সূরা বানী ইসরাঈল

আয়াত ২৩-৩৭

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

১। আয়াত

(২৩) وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا۝

(২৪) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۝

(২৫) رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّه كَانَ لِلاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ۝

(২৬) وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝

(২৭) اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْآ اِخْوَانَ الشَّيطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّه كَفُوْرًا ٥

(২৮) وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا ٥

(২৯) وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ٥

(৩০) اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّه كَانَ لِعِبَادِه خَبِيْرًام بَصِيْرًا ٥

(৩১) وَلاَ تَقْتُلُوْآ اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ صلى نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ ج اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيْرًا ٥

(৩২) وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنٰى صلى اِنَّه كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيْلاً ٥

(৩৩) وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّه سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ ط اِنَّه كَانَ مَنْصُوْرًا ٥

(৩৪) وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّه ج وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ صلى اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً ٥

(৩৫) وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً ○

(৩৬) وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً ○

(৩৭) وَلاَ تَمْشِ فِى الاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً ○

২। ভাবানুবাদ

২৩. 'তোমার রব ফায়সালা দিয়েছেন ঃ তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না এবং আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করবে।' তোমার নিকট যদি তাদের একজন কিংবা উভয়জন বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে 'উহ্' পর্যন্ত বলবে না, তাদেরকে ধমকের সুরে জওয়াব দেবে না, তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলবে।

২৪. তাদের প্রতি দয়া-মমতার ডানা নুইয়ে দেবে। আর বলতে থাকবে, 'হে আমাদের রব, তাঁদের প্রতি রহম করুন যেমন করে তাঁরা স্নেহ-বাৎসল্যে বাল্যকালে আমাকে প্রতিপালন করেছেন।'

২৫. তোমাদের রব ভালোভাবেই জানেন তোমাদের মনের অবস্থা। তোমরা যদি ছালিহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হও, তবে তিনি তো সজাগ-সচেতন বান্দাদের প্রতি ক্ষমাশীল।

২৬. নিকটাত্মীয়দেরকে তাদের হক দাও, মিসকীন ও (সম্বলহীন) মুসাফিরদেরকেও। আর অপব্যয়-অপচয় করো না।

২৭. নিশ্চয়ই অপব্যয়-অপচয়কারীরা শাইতানের ভাই। আর শাইতান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

২৮. তুমি যদি তাদের (অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত আত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরদের) থেকে পাশ কাটাতে চাও এই জন্য যে তুমি তোমার রবের কাছে যেই

অনুগ্রহ প্রত্যাশা করছো তা এখনো পাওনি, তাহলে তাদেরকে বিনম্রভাবে তোমার অক্ষমতার কথাটি জানিয়ে দাও।

২৯. তোমার হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখো না, আবার একেবারে খোলা ছেড়ে দিয়ো না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও অক্ষম হয়ে পড়বে।

৩০. তোমার রব যার জন্য চান রিযক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য চান তা সংকীর্ণ করে দেন। তিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং তিনি তাদেরকে দেখে থাকেন।

৩১. অভাবের আশংকায় তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তাদেরকে রিযক দেবো, তোমাদেরকেও। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা একটি বড়ো রকমের ভুল পদক্ষেপ।

৩২. আর যিনার নিকটবর্তীও হয়ো না। এটি ফাহিশা কাজ এবং অতীব নিকৃষ্ট পথ।

৩৩. হক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করো না যা আল্লাহ্ হারাম করে দিয়েছেন।

যেই ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে তার ওলীকে কিসাস দাবি করার অধিকার দান করেছি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘন না করে। সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

৩৪. ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদের কাছে যেয়ো না, অতি উত্তম পন্থায় যেতে পার, যদ্দিন না সে বালেগ হয়।

আর ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। নিশ্চয়ই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমাদেরকে জওয়াবদিহি করতে হবে।

৩৫. পরিমাপ করতে গেলে পরিমাপ পাত্র ভরে দেবে এবং ওযন করতে গেলে ত্রুটিহীন পাল্লা দিয়ে ওযন করবে। এটি একটি উত্তম নীতি, পরিণামের দিক দিয়েও এটি উত্তম।

৩৬. এমন বিষয়ের পেছনে ছুটো না যেই বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তকরণ– সব কিছুকেই জওয়াবদিহি করতে হবে।

৩৭. আর যমীনে দম্ভ-ভরে চলো না। তুমি যমীনকে না পারবে বিদীর্ণ করতে, আর না পারবে পর্বতের উচ্চতা লাভ করতে।'

৩। পরিপ্রেক্ষিত

তখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক পরিচালিত আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বারোটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। মুশরিক নেতাদের প্রচণ্ড বিরোধিতার কারণে মাক্কা এবং এর আশপাশের এলাকার লোকদের ইসলাম গ্রহণের হার দারুণভাবে কমে গেছে। তবে ইয়াসরিবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলাম গ্রহণ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে নবুওয়াতের ত্রয়োদশ সনের কোন এক সময় সংঘটিত হয় মি'রাজ। আর মি'রাজের সময়েই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি এই সূরাটি নাযিল করেন।

মি'রাজ থেকে ফিরে এসে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাষণ আকারে এই সূরাটি জন সমক্ষে পেশ করেন।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মাক্কার মুশরিকদেরকে সাবধান করেছেন এবং তাদেরকে অতীতের অবাধ্য জাতিগুলোর পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বানু ইসরাঈলকে তাদের অতীতের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তাম্বিহ করেছেন।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে ইসলাম-বিদ্বেষীদের অপ-প্রচারের জওয়াব দিয়েছেন।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সুন্দর সমাজ ও উন্নত সভ্যতা বিনির্মাণের কতগুলো মূল নীতি প্রদান করেছেন। এতে যেন এই ইংগিত ছিলো যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), যাঁকে মুশরিকরা কোণঠাসা করে ফেলেছিলো, শিগগিরই এমন সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলবেন যার ভিত্তি হবে এই মূল নীতিগুলো।

এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুসারীদেরকে ইসলাম-বিদ্বেষীদের অপ-প্রচার এবং যুলম-নির্যাতনের মুকাবিলায় আপোসহীন থেকে ছবর অবলম্বন ও ছালাত কায়েমের মাধ্যমে অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটানোর তাকিদ করেছেন।

এই সূরার ২৩ নাম্বার আয়াত থেকে ৩৭ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত সুন্দর সমাজ ও

উন্নত সভ্যতা বিনির্মাণের যেই ১৪টি মূল নীতি দেওয়া হয়েছে সেইগুলো আমাদের এখনকার আলোচ্য বিষয়।

৪। ব্যাখ্যা

২৩, ২৪ ও ২৫ নাম্বার আয়াত

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْآ اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا.

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا.

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ۚ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا.

'তোমার রব ফায়সালা দিয়েছেন : তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না এবং আম্মা-আব্বার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমার নিকট যদি তাদের একজন কিংবা উভয়জন বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে 'উহ্' পর্যন্ত বলবে না। তাদেরকে ধমকের সুরে জওয়াব দেবে না, তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলবে, তাদের প্রতি দয়া-মমতার ডানা নুইয়ে দেবে। আর বলতে থাকবে, 'হে আমার রব, তাঁদের প্রতি রহম করুন যেমন করে তাঁরা স্নেহ-বাৎসল্যে বাল্যকালে আমাকে প্রতিপালন করেছেন।' তোমাদের রব ভালোভাবেই জানেন তোমাদের মনের অবস্থা। তোমরা যদি ছালিহ্ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হও, তবে তিনি তো সজাগ-সচেতন বান্দাদের প্রতি ক্ষমাশীল।'

এই আয়াতগুলোতে রয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় মূল নীতি।

প্রথম মূল নীতি হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করতে হবে।

ইবাদাত শব্দের অর্থ হচ্ছে উপাসনা, দাসত্ব ও আদেশানুবর্তিতা।

কেবল উপাস্য হিসেবে আল্লাহকে মানাই যথেষ্ট নয়। তাঁকে ছাড়া আর কাউকে প্রভু হিসেবে মানা যাবে না। তাঁকেই সার্বভৌম সত্তা বলে মেনে নিতে হবে, তাঁর

দেওয়া বিধান অকাতরে মাথা পেতে বরণ করতে হবে এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কার্যকর করতে হবে।

দ্বিতীয় মূল নীতি হচ্ছে, আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

বৃদ্ধাবস্থায় আব্বা-আম্মা 'দ্বিতীয় শিশুকালে' উপনীত হন। এই সময় তাঁদের কারো কারো মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। ফলে তাঁদের কাছ থেকে কোন রূঢ় কথা ও রূঢ় আচরণ প্রকাশ পেলেও সন্তানগণ বিরক্ত হয়ে 'উহ্' পর্যন্ত বলতে পারবে না। ধমকের সুরে তাঁদের সাথে কথা বলা যাবে না। তাঁদের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের সাথে কথা বলতে হবে। সঠিকভাবে তাঁদের সেবাযত্ন করতে হবে। আর তাঁদের জন্য শিশুকালে নিজের প্রতি তাঁদের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট দু'আ করতে থাকতে হবে।

২৬, ২৭ ও ২৮ নাম্বার আয়াত

وَاتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّه وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا.

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْآ اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّه كَفُوْرًا.

وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا.

'নিকটাত্মীয়দেরকে তাদের হক দাও, মিসকীন ও (সম্বলহীন) মুসাফিরদেরকেও। আর অপব্যয়-অপচয় করো না। অপব্যয়-অপচয়কারীরা শাইতানের ভাই। আর শাইতান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ। তুমি যদি তাদের (অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত আত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরদের) থেকে পাশ কাটাতে চাও এই জন্য যে তুমি তোমার রবের কাছে যেই অনুগ্রহ প্রত্যাশা করছো তা এখনো পাওনি, তাহলে তাদেরকে বিনম্রভাবে তোমার অক্ষমতার কথাটি জানিয়ে দাও।'

এই আয়াতগুলোতে রয়েছে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মূলনীতি।

তৃতীয় মূলনীতি হচ্ছে, আত্মীয়, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এবং নিঃসম্বল মুসাফিরের হক আদায় করতে হবে।

অর্থাৎ ব্যক্তি তাঁর উপার্জিত অর্থ-সম্পদ পুঞ্জিভূত করে রাখবেন না। তিনি তাঁর অর্থ-সম্পদ নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যয় করবেন, পাশাপাশি আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের অপরাপর অভাবী মানুষের জন্যও ব্যয় করবেন। ইসলামী সমাজের প্রত্যেক বিত্তবান ব্যক্তি সর্বদা এই মনোভাব জাগ্রত রাখবেন যে তাঁর অর্থ-সম্পদে শুধু তাঁর নিজেরই নয়, অভাবী আত্মীয়-স্বজন ও পাড়াপড়শিরও অধিকার রয়েছে।

ইসলামী সমাজে আসার পর যদি কোন মুসাফিরের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে যায়, তিনি নিজকে অসহায় অবস্থায় দেখতে পাবেন না। তিনি দেখতে পাবেন যে সেই সমাজের মানুষ তাঁকে বোঝা বা অপাংক্তেয় মনে করছেন না বরং তাঁরা তাঁর প্রয়োজন পূরণের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

<u>চতুর্থ মূলনীতি হচ্ছে,</u> অর্থ-সম্পদ অপব্যয়-অপচয় করা যাবে না।

অর্থ-সম্পদ আল্লাহর দান। আবার এইগুলো পরীক্ষারও উপকরণ।

মুমিনগণ বেহুদা খরচ করতে পারেন না। বাহুল্য খরচ করতে পারেন না। এটি ব্যক্তি মুমিন এবং মুমিনদের দ্বারা গঠিত কোন সংস্থা বা রাষ্ট্রের জন্যও অপরিহার্য একটি মূলনীতি।

<u>পঞ্চম মূলনীতি হচ্ছে,</u> অভাবী মানুষের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে বা হারিয়ে ফেললে একজন মুমিন তাদেরকে তাঁর অপারগতার কথা জানিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবেন এবং মানুষের খিদমাত করার সামর্থ্য লাভের জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট ধর্ণা দেবেন।

<u>২৯ ও ৩০ নাম্বার আয়াত</u>

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ج اِنَّــه كَانَ لِعِبَادِه خَبِيْرًا م بَصِيْرًا.

'তোমার হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখো না, আবার একেবারে খোলা ছেড়ে দিয়ো না।

তোমার রব যার জন্য চান রিযক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য চান তা সংকীর্ণ করে দেন। তিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং তিনি তাদেরকে দেখে থাকেন।'

এই আয়াতগুলোতে রয়েছে ষষ্ঠ মূলনীতি।

ষষ্ঠ মূলনীতি হচ্ছে, কৃপণতা করা যাবে না, আবার বেহিসেবী খরচও করা যাবে না।

কৃপণতা অর্থ-সম্পদের আবর্তন সংকুচিত করে ফেলে। আর অপব্যয় ও অপচয় অর্থনৈতিক শক্তি বিনষ্ট করে। মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হবে, অর্থ-সম্পদ ব্যয়-ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁরা মধ্যমপন্থা অনুসরণ করবেন। একদিকে তাঁরা প্রয়োজনীয় খরচ করা থেকে বিরত থাকবেন না, অন্যদিকে অহংকার প্রকাশ, বিলাসিতা ও পাপ কাজে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবেন না।

৩১ নাম্বার আয়াত

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا.

"অভাবের আশংকায় তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তাদেরকে রিযক দেবো এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা একটি বড়ো রকমের ভুল পদক্ষেপ।'

এই আয়াতটিতে রয়েছে সপ্তম মূলনীতি।

সপ্তম মূলনীতি হচ্ছে, অভাবের আশংকায় সন্তান হত্যা করা যাবে না।

এক শ্রেণীর স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী মানব বংশ বৃদ্ধিকে আপদ গণ্য করে। অথচ সভ্যতার অগ্রগতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষের আবির্ভাবের ওপরই নির্ভরশীল।

প্রাচীনকাল থেকেই অভাবের আশংকায় গর্ভপাত করা এবং ভূমিষ্ঠ সন্তান হত্যা করার ঘৃণ্য পাপ বহু মানুষ করেছে। বর্তমানে তৃতীয় পন্থা হিসেবে গর্ভনিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে মেধা ও শ্রম শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সম্পদ উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়াস চালানো। হত্যা, গর্ভপাত ও গর্ভনিরোধের মতো ভুল পদক্ষেপ থেকে বিরত থেকে সম্পদ উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং আল্লাহ প্রদত্ত বিধান প্রয়োগ করে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণ। অভাব মোচনের এটিই সঠিক পদ্ধতি।

৩২ নাম্বার আয়াত

وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنٰى ؕ اِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا.

'আর যিনার নিকটবর্তীও হয়ো না। এটি ফাহিশা কাজ এবং অতীব নিকৃষ্ট পথ।'

এই আয়াতটিতে রয়েছে অষ্টম মূলনীতি।

অষ্টম মূলনীতি হচ্ছে, যিনার নিকটবর্তীও হওয়া যাবেনা।

যেহেতু যিনা একটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট কাজ সেহেতু একদিকে ব্যক্তি মানুষকে যিনার পাপের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। অন্যদিকে গোটা সমাজ অংগনে যিনার দিকে প্ররোচিত করে এমন সব কার্যাবলী বন্ধ করে দিতে হবে এবং যৌন সুড়সুড়ি প্রদানকারী উপকরণসমূহের উৎপাদন বন্ধ করে দিতে হবে।

৩৩ নাম্বার আয়াত

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ صلى وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّه سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ صلى اِنَّه كَانَ مَنْصُوْرًا.

'হক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করো না যা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। যেই ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে তার ওলীকে কিসাস দাবি করার অধিকার দান করেছি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘন না করে। সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।'

এই আয়াতটিতে রয়েছে নবম মূলনীতি।

নবম মূলনীতি হচ্ছে, হত্যাকাণ্ড ঘটানো যাবেনা।

(১) ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীকে কিসাসের দণ্ড হিসেবে হত্যা করা, (২) যুদ্ধের ময়দানে ইসলামের দুশমনকে হত্যা করা, (৩) ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা উৎপাটনের চেষ্টাকারীকে দণ্ডস্বরূপ হত্যা করা, (৪) বিবাহিত নারী পুরুষকে যিনার দণ্ডস্বরূপ রজম করা এবং (৫) মুরতাদকে দণ্ডস্বরূপ হত্যা করা– এই পাঁচটি ক্ষেত্র ছাড়া ইসলাম কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার সুযোগ রাখেনি। আত্মহত্যা করাকেও আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন হারাম করে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে কোন ব্যক্তি বা দল নিজেই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী নয়।

এই জন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিকে ইসলামী রাষ্ট্রের আদালতের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

৩৪ নাম্বার আয়াত

وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّه ج وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ صلى اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً.

'ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদের কাছেও যেয়ো না, তবে অতি উত্তম পন্থায় যেতে পার, যদ্দিন না সে বালেগ হয়। ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। নিশ্চয়ই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমাদেরকে জওয়াবদিহি করতে হবে।'

এই আয়াতটিতে রয়েছে দশম ও এগারতম মূলনীতি।
দশম মূলনীতি হচ্ছে, ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ সংরক্ষণের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

ইয়াতীম প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তার অর্থ-সম্পদ হিফাযাত করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর তার অর্থ-সম্পদ হিফাযাতের নামে কেউ যেন তা আত্মসাৎ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। যাদের এমন কোন আত্মীয় অভিভাবক থাকবে না যারা এই দায়িত্ব পালন করতে পারে, তাদের অর্থ-সম্পদ হিফাযাতের দায়িত্ব ইসলামী সরকারকেই নিতে হবে।

এগারতম মূলনীতি হচ্ছে, ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে।

অর্থাৎ মুমিনগণ পারস্পরিক যেই সমস্ত ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি করে থাকেন, সেইগুলো যথাযথ প্রতিপালন করতে হবে। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র অন্য দেশের সাথে যেইসব সন্ধি-চুক্তি করে সেইগুলোও সঠিকভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

৩৫ নাম্বার আয়াত

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ج ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً.

'পরিমাপ করতে গেলে পরিমাপ পাত্র ভরে দেবে এবং ওযন করতে গেলে ত্রুটিহীন পাল্লা দ্বারা ওযন করবে। এটি একটি উত্তম নীতি, পরিণামের দৃষ্টিতেও এটি উত্তম।'

এই আয়াতে রয়েছে বারতম মূলনীতি।

বারতম মূলনীতি হচ্ছে, মাপ ও ওযনে কম-বেশি করা যাবে না।

এই বিষয়ে মুমিনদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে। পরিমাপ পাত্র ও ওযন যন্ত্রের ওপর কড়া নযর রাখা ইসলামী সরকারের অন্যতম কর্তব্য, যাতে ক্রেতা সাধারণ প্রতারিত বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

৩৬ নাম্বার আয়াত

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ج اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً.

'এমন বিষয়ের পেছনে ছুটো না যেই বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তকরণ– সব কিছুকেই জওয়াবদিহি করতে হবে।'

এই আয়াতে রয়েছে তেরতম মূলনীতি।

তেরতম মূলনীতি হচ্ছে, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে আন্দাজ-অনুমানের পরিবর্তে সুস্পষ্ট জ্ঞানের অনুসরণ করতে হবে।

কোন গুজব শুনলে তাহকীক না করেই তা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে জড়িয়ে পড়া সমীচীন নয়। তেমনিভাবে সন্দেহের ভিত্তিতে কারো বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা বড়ো রকমের অন্যায়।

ব্যক্তি মুমিন ও মুমিনদের দ্বারা গঠিত সমাজকে এইসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

৩৭ নাম্বার আয়াত

وَلاَ تَمْشِ فِى الاَرْضِ مَرَحًا صلى اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً.

'যমীনে দম্ভ ভরে চলাফেরা করো না। তুমি যমীনকে না বিদীর্ণ করতে পারবে, আর না পারবে পর্বতের উচ্চতা লাভ করতে।'

এই আয়াতে রয়েছে চৌদ্দতম মূলনীতি।

চৌদ্দতম মূলনীতি হচ্ছে, দাম্ভিকতা পরিহার করে চলতে হবে।

এটি একদিকে ব্যক্তি মুমিনের, অন্যদিকে মুমিনদের দ্বারা গঠিত সমাজের বৈশিষ্ট হতে হবে। তাঁদের উঠাবসা, চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা, –সব কিছুতেই নম্রতা ও বিনয়ের ছাপ থাকতে হবে। কোন কিছুতেই দাম্ভিকতার ছাপ থাকবে না।

৫। শিক্ষা

❑ সুন্দর সমাজ ও উন্নত সভ্যতা বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন নির্ভুল, ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণময় একগুচ্ছ মূলনীতি।

এই ধরনের মূলনীতি প্রণয়ন একমাত্র মহাবিজ্ঞ মহাজ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষেই সম্ভব। আর তিনি মানুষকে এই মূলনীতি উপহার দিতে কার্পণ্য করেননি।

❑ যেই সময় আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এই মূলনীতিগুলো প্রদান করেন, সেই সময় ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মূল নেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর অনুসারীগণ ছিলেন কোণঠাসা অবস্থায়। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় তাঁদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এই অবস্থা থেকে তাঁদেরকে কেবল মুক্তিই দেননি, তাঁদের হাতে ইয়াসরিবে একটি রাষ্ট্র সংস্থার (আলমাদীনা আলমুনাওয়ারা) পত্তন ঘটিয়ে দুনিয়াবাসীকে অনুগৃহীত করেছেন। অতএব কোন কষ্টকর অবস্থায় নিপতিত হয়ে হতোদ্যম না হয়ে মুমিনদের উচিত আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে এবং দৃঢ়তা অবলম্বন করে কর্তব্য কর্মে লেগে থাকা। ❖

সূরা আলবাকারা

আয়াত ১৫৩-১৫৭

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১। আয়াত

(১৫৩) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ج اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ٥

(১৫৪) وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ج بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لاَ تَشْعُرُوْنَ ٥

(১৫৫) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ٥

(১৫৬) اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ صلى قَالُوْآ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ٥

(১৫৭) اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قف وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ٥

২। ভাবানুবাদ

১৫৩. 'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ছবর অবলম্বনকারীদের সংগে আছেন।

১৫৪. আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা 'মৃত' বলো না। তারা তো আসলে জীবিত। কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করতে পার না।

১৫৫. এবং আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি, ক্ষুধা-অনাহার এবং অর্থ-সম্পদ, জান ও আয়-উপার্জনের নোকসান ঘটিয়ে পরীক্ষা করবো। এমতাবস্থায় যারা ছবর অবলম্বন করবে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও।

১৫৬. যারা তাদের ওপর কোন মুছীবাত আপতিত হলে বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।'

১৫৭. তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে বিপুল অনুগ্রহ ও রাহমাত। আর এরাই সঠিক পথের পথিক।'

৩। পরিপ্রেক্ষিত

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তেরোটি বছর মাক্কায় ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। সত্য-সন্ধানী কিছু সংখ্যক লোক তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হন। কিন্তু মুশরিক নেতাদের দাপটের কারণে মাক্কার অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেনি। এই দিকে ইয়াসরিবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একটি বড়ো অংশ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ইয়াসরিবে ইসলামী দা'ওয়াতের প্রসার ঘটে।

এমতাবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর অনুসারীদেরকে ইয়াসরিবে হিজরাত করার নির্দেশ দেন।

৬২২ খৃস্টাব্দে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইয়াসরিব পৌঁছেন। ইয়াসরিবে গড়ে তোলেন ছোট্ট একটি রাষ্ট্র। তখন থেকে ইয়াসরিব হয় আল মাদীনা।

মাদানী যুগের একেবারে গোড়ার দিকে সূরা আল বাকারা-র বৃহত্তর অংশ নাযিল হয়। সুদ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিলো মাদানী যুগের শেষ

দিকে। এই আয়াতগুলোকেও এই সূরায় শামিল করা হয়। আবার, যেই আয়াতগুলো দিয়ে এই সূরাটির সমাপ্তি টানা হয়েছে সেই আয়াতগুলো মাক্কী যুগের শেষভাগে মি'রাজের সময় নাযিল হয়েছিলো। বিষয় বস্তুর সামঞ্জস্যের কারণে সেই আয়াতগুলো এই সূরায় সংযুক্ত করা হয়।

হিজরাতের পূর্বে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দা'ওয়াতী তৎপরতা পরিচালিত হয়েছে মুশরিকদের মধ্যে। হিজরাতের পর আরেক শ্রেণীর লোক তাঁর সামনে আসে। এরা ছিলো ইয়াহুদী।

আলমাদীনার উপকণ্ঠে তাদের বিভিন্ন গোত্র বসবাস করতো। এরা আত্তাওরাতের অনুসারী বলে দাবি করতো। আসলে তারা আত্তাওরাতকে বিকৃত করে ফেলেছিলো। আত্তাওরাতে তারা মানুষের কথা মিশিয়ে নিয়েছিলো। আত্তাওরাতের যেই সব আয়াত তখনো অবিকৃত ছিলো সেইগুলোকে তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা বিকৃত করে ফেলেছিলো। এরা ছিলো আসলে বিকৃত মুসলিম।

ইসলামী দা'ওয়াত মাদানী যুগে প্রবেশ করার পর আরেক শ্রেণীর মানুষের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করে। এরা ছিরো মুনাফিক।

এদের কেউ কেউ ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতো, কিন্তু এর প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বে নিয়োজিত হতে তারা প্রস্তুত ছিলো না।

এদের কেউ কেউ ইসলাম ও জাহিলিয়াতের মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলো।

এদের কেউ কেউ আসলে ইসলামকে অস্বীকারই করতো, কিন্তু ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলিমদের দলে প্রবেশ করতো।

এদের কেউ কেউ একদিকে মুসলিমদের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতো, অন্যদিকে ভালো সম্পর্ক রাখতো ইসলামের দুশমনদের সাথে। শেষাবধি যারাই বিজয়ী হোক না কেন, এতে যেনো তাদের স্বার্থ হানি না ঘটে সেই বিষয়ে তারা ছিলো খুবই সজাগ।

সূরা আলবাকারা নাযিলের সময় বিভিন্ন ধরনের মুনাফিকের আত্মপ্রকাশ ঘটতে শুরু করেছিলো মাত্র, তাই এই সূরাতে তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

সংগে সংগে মুমিনদের চিন্তা-চেতনা, কামনা-বাসনা এবং আমল-আখলাক পরিশীলিত করার জন্য বিভিন্ন ছবক দেওয়া হয়েছে।

৪ । ব্যাখ্যা

১৫৩ নাম্বার আয়াত

১৫৩-يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। অবশ্যই আল্লাহ্ ছবর অবলম্বনকারীদের সংগে আছেন।'

আলমাদীনা রাষ্ট্রে উত্তরণের মাধ্যমে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন মুমিনদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে দেন। এর মাধ্যমে তাঁদেরকে যে বিরাট রকমের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে ইংগিতে সেই কথা তাঁদেরকে জানিয়ে দেন। সমাজ-সভ্যতার ইছলাহ্ করতে অগ্রসর হলে তাঁদেরকে যে বড়ো রকমের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে সেই কথা তাঁদেরকে জানিয়ে দেন। আর এই চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার জন্য তাঁদেরকে ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার আহ্বান জানান।

❒ ছবর অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ। মুমিনদেরকে এই গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বারবার তাকিদ করেছেন। আলহাদীসেও এই বিষয়ে তাকিদ রয়েছে।

রোগ-ব্যাধির কষ্ট বরদাশত করার নাম ছবর।

দুঃখ-বেদনায় ভেংগে না পড়ার নাম ছবর।

অনভিপ্রেত কথা ও আচরণে উত্তেজিত না হওয়ার নাম ছবর।

পাপের পথে গিয়ে লাভবান হওয়ার চেয়ে পুণ্যের পথে থেকে ক্ষতিকে মেনে নেওয়ার নাম ছবর।

মিথ্যা প্রচারণার মুখে অবিচলিত থাকার নাম ছবর।

ভীতিপ্রদ পরিস্থিতিতেও সঠিক পথে দৃঢ়পদ থাকার নাম ছবর।

লক্ষ্য হাছিলের জন্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার নাম ছবর।

লক্ষ্য অর্জন বিলম্বিত হচ্ছে দেখে হতাশ বা নিরাশ না হওয়ার নাম ছবর।

বিরোধিতার বীরোচিত মুকাবিলার নাম ছবর। ইত্যাদি।

সূরা আল মুদ্দাস্‌সির-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবী হিসেবে তাঁর কর্তব্য কী তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ময়দানে তিনি তখনো নামেননি। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এই সূরারই সপ্তম আয়াতে এই কথাও তাঁকে অগ্রিম জানিয়ে দিলেন যে এই কর্তব্য পালন করতে গেলে তাঁকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। সেই অবস্থার সম্মুখীন হয়ে তাঁকে কর্তব্য কর্মে দৃঢ় পদ থাকতে হবে।

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ○

[এবং তোমার রবের খাতিরে ছবর অবলম্বন কর।]

ছবর অবলম্বনের তাকিদ দিয়ে সূরা আল মুয্‌যাম্মিল-এর ১০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلاً ○

'ওরা যেইসব কথা বলে বেড়াচ্ছে তার মুকাবিলায় ছবর অবলম্বন কর এবং ভদ্রভাবে তাদেরকে এড়িয়ে চল।'

সূরা আল মা'আরিজ-এর ৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلاً ○

'অতএব তুমি ছবর অবলম্বন কর, সুন্দর ছবর।'

সূরা ইউনুস-এর ১০৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ج وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ ○

'এবং তোমার প্রতি যা ওহী করা হয় তা মেনে চল এবং আল্লাহ ফায়সালা না করে দেওয়া পর্যন্ত ছবর অবলম্বন কর। আর তিনিই তো সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।'

একই রূপ তাকিদ দিয়ে সূরা তা-হা-এর ১৩০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

فَاصْبِرْ عَلى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ج وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ۝

'অতএব ওরা যা কিছু বলে বেড়াচ্ছে তাঁর মুকাবিলায় তুমি ছবর অবলম্বন কর, আর সুর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ্ কর, রাতের বেলায়ও তাসবীহ্ কর এবং দিনের প্রান্তে। আশা করা যায় তুমি খুশি হবে।

সূরা আল আহ্‌কাফ-এর ৩৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوْا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۝

'অতএব তুমি ছবর অবলম্বন কর যেমন করেছিলো দৃঢ়সংকল্প রাসূলগণ, আর তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না।'

সূরা আলে ইমরানের ২০০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا صْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, ছবর অবলম্বন কর, বাতিলের মুকাবিলায় দৃঢ়পদ থাক, সদা সতর্ক থাক, এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল। আশা করা যায় তোমরা সফল হবে।'

এ হচ্ছে ছবর অবলম্বনের তাকিদ সম্বলিত বহু সংখ্যক আয়াতের মাত্র কয়েকটি।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

وَمَا أُعْطِيَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ ۝

[আবু সায়ীদ আল খুদরী (রা) ছাহীহ মুসলিম, ছাহীহ আলবুখারী।]

'ছবরের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত আর কিছু কাউকে দেওয়া হয়নি।'

সূরা আয্‌যুমার-এর ১০ নাম্বার আয়াতে ছবর অবলম্বনকারীদের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥

'ছবর অবলম্বনকারীদেরকে অগণিত পুরস্কার পূর্ণভাবে দেওয়া হবে।'

এই আয়াতের শেষাংশে-

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ٥

কথাটি জুড়ে দিয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন ছবর নামক গুণটির মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে এই বাক্যাংশের মাধ্যমে তিনি মুমিনদের মনে নিশ্চিন্ততার আমেজ সৃষ্টি করেছেন।

☐ আরেকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ছালাত। এটি এমন এক প্রক্রিয়া যার অনুশীলন মুমিনদের মাঝে অনুপম নৈতিক শক্তি সৃষ্টি করে। সেই জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়াত প্রদানের সংগে সংগেই জিবরীল (আ) কে পাঠিয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে ছালাত আদায়ের পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। মাক্কী ও মাদানী যুগে নাযিলকৃত বহু আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন ছালাতের তাকিদ দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতটিতেও আমরা একই রূপ তাকিদ দেখতে পাই।

১৫৪ নাম্বার আয়াত

وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ٥

'আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তোমরা 'মৃত' বলো না। তারা তো আসলে জীবিত। কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করতে পার না।'

আল্লাহর পথে নিহত হওয়াকে ইসলামী পরিভাষায় শাহাদাত বলা হয়। যিনি আল্লাহর পথে নিহত হন, তাঁকে বলা হয় শহীদ।

শাহাদাত বরণ মৃত্যু বটে, কিন্তু অসাধারণ মৃত্যু, মহিমান্বিত মৃত্যু। সেই জন্য

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন শহীদদেরকে 'মৃত' বলে আখ্যায়িত করতে নিষেধ করেছেন।

সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ থেকে ১৭১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন শহীদদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○

فَرِحِيْنَ بِمَآاتٰهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَ اَنَّ اللهَ لاَ يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত। তাদের রবের কাছ থেকে তারা রিযক পাচ্ছে। আল্লাহ তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা কিছু দিয়েছেন, তাতে তারা খুশি ও তৃপ্ত। আর তারা এই বিষয়েও নিশ্চিত, যেই সব মুমিন তাদের পেছনে এখনো দুনিয়ায় রয়ে গেছে, তাদের জন্য কোন ভয় ও দুঃখের কারণ নেই। তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করে আনন্দিত এবং তারা জানতে পেরেছে, অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের পুরস্কার নষ্ট করেন না।'

শহীদের মর্যাদা সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ الشَّهِيْدُ يَتَمَنّى اَنْ يُّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرى مِنَ الْكَرَامَةِ ○

[আনাস (রা), ছাহীহ মুসলিম, ছাহীহ আলবুখারী]

'জান্নাতে প্রবেশ করার পর দুনিয়ার সমস্ত সামগ্রী তার জন্য নির্ধারিত হলেও কোন

ব্যক্তি পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে না। কিন্তু শহীদ এর ব্যতিক্রম। তাকে যেই মর্যাদা দেওয়া হবে তা দেখে সে দশবার পৃথিবীতে এসে শহীদ হওয়ার আকাংখা ব্যক্ত করবে।'

শাহাদাত লাভের পর পরই যাঁরা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সান্নিধ্যে এমনভাবে সমাদৃত হন, তাঁদেরকে 'মৃত' বলা আসলেই শোভনীয় নয়।

১৫৫ নাম্বার আয়াত

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الاَمْوَالِ وَالاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ○

'এবং আমি অবশ্যই ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি, ক্ষুধা-অনাহার এবং অর্থ-সম্পদ, জান ও আয়-উপার্জনের নোকসান ঘটিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো। এমতাবস্থায় যারা ছবর অবলম্বন করবে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও।'

এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর একটি শাশ্বত বিধানের কথা মুমিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর সেটি হচ্ছে : যাঁরা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের প্রতি নিখাদ ঈমান আনার ঘোষণা দেবেন, তাঁদেরকে তিনি অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন।

সূরা আল'আনকাবূতের ২ ও ৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ ○ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ ○

'লোকেরা কি মনে করেছে যে 'আমরা ঈমান এনেছি' এই কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? অথচ তাদের পূর্ববর্তীদেরকে আমি পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো জানতে হবে– ঈমানের দাবিতে কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী।'

পরবর্তীকালে অবতীর্ণ সূরা মুহাম্মাদ-এর ৩১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ ۝

'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো যাতে আমি জেনে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কারা 'মুজাহিদীন' এবং কারা 'ছাবেরীন।'

সূরা আলে ইমরানের ১৪২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ ۝

'তোমরা কি ভেবেছো এমনিতেই জান্নাতে চলে যাবে, অথচ আল্লাহ্ এখনো দেখেননি তোমাদের মধ্য থেকে কারা জিহাদ করে এবং কারা ছবর অবলম্বনকারী?'

সূরা আত্ তাওবা-র ১৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

'তোমরা কি ভেবেছো যে তোমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে অথচ আল্লাহ্ এখনো দেখেননি যে তোমাদের মধ্য থেকে কারা জিহাদে নিবেদিত হয় এবং আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরকে ছাড়া আর কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে না। আর তোমরা যা কিছু কর সেই সম্পর্কে আল্লাহ্ খবর রাখেন।'

সূরা আলবাকারা-র ২১৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ۝

'তোমরা কি ভেবেছো যে এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখনো তোমাদের ঐরূপ অবস্থা আসেনি যেমনটি এসেছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর।

তাদের ওপর কঠিন অবস্থা আপতিত হয়েছে, মুছীবাত এসেছে এবং তাদেরকে কাঁপিয়ে দেওয়া হয়েছে যেই পর্যন্ত না রাসূল ও তাঁর সংগীরা বলে ওঠেছে, 'কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য!' তখন তাদেরকে বলা হয়েছে, 'ওহে, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটেই।'

সূরা আলে ইমরানের ১৪৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ لا مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ج فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ○

'কত নবী গত হয়ে গেছে যারা লড়াই করেছে, তাদের সাথে মিলে লড়াই করেছে বহু আল্লাহওয়ালা লোক। আল্লাহর পথে যতো মুছীবাতই তাদের ওপর আপতিত হয়েছে তারা হতাশ হয়নি, দুর্বলতা দেখায়নি এবং বাতিলের নিকট মাথা নত করেনি। এমন ছবর অবলম্বনকারীদেরকেই আল্লাহ্ ভালোবাসেন।'

ঈমানের দাবি হচ্ছে, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিত হওয়া এবং এই সংগ্রাম চালাতে গিয়ে যতো প্রকারের বাধাই আসুক না কেন তার মুকাবিলায় দৃঢ়পদ থাকা।

এই সংগ্রাম চালাতে গিয়ে মুমিনদেরকে অনিবার্যভাবে ভীতিপ্রদ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, কখনো কখনো অবস্থা এমন সংগীন হতে পারে যে অনাহারে থাকতে হবে, কখনো কখনো বাগ-বাগিচা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, ঘরদোরের ওপর হামলা হতে পারে, কখনো কখনো ইসলাম বিদ্বেষীদের হাতে আপনজন ও সহকর্মীদের কেউ কেউ প্রাণ হারাতে পারেন এবং কখনো কখনো আয়-উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এমন সব কঠিন পরিস্থিতিতেও যাঁরা ছবর অবলম্বন করতে পারবেন, তাঁদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন।

১৫৬ নাম্বার আয়াত

اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْآ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ۝

'যারা তাদের ওপর কোন মুসীবাত আপতিত হলে বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।'

ঈমানের পরীক্ষায় দৃঢ়পদ মুমিন যাঁরা তাঁদের মনোভংগি এই আয়াতটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

এই সব মুমিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে হিম্মতহারা হন না, লক্ষ্যচ্যুত হন না, কক্ষচ্যুত হন না, দিশেহারা হন না।

জান-মাল যিনি দিলেন তাঁর জন্য সব কিছু বিলিয়ে দিতে পারাতেই যেনো তাঁদের আনন্দ।

আলোচ্য আয়াতের মর্মকথারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই সূরা আল আন্-'আমের ১৬২ নাম্বার আয়াতে। এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

قُلْ اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

'বল : আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য।'

১৫৭ নাম্বার আয়াত

اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝

'তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে বিপুল অনুগ্রহ ও রাহমাত। আর এরাই সঠিক পথের পথিক।'

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন জানিয়ে দিলেন যে যেই সব মুমিন ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চান, শহীদদের মর্যাদা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করেন, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাতে গিয়ে জান-মাল-আয়-উপার্জনের ক্ষতির শিকার হন এবং বিপদ-মুসীবাতে দৃঢ়পদ থাকেন তাঁদের প্রতি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর অপার অনুগ্রহ বর্ষণ করতে থাকেন।

তদুপরি এই বৈশিষ্টমণ্ডিত মুমিনদেরকে তিনি সঠিক পথের পথিক বলে ঘোষণা করেছেন।

৫। শিক্ষা

১। সমাজ ও সভ্যতার ইছলাহ্ বা পরিশুদ্ধি করতে গেলে মুমিনদেরকে অবশ্যই বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে।

এমতাবস্থায় তাঁদেরকে ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাইতে থাকতে হবে।

২। আল্লাহর পথে যাঁরা শহীদ হন তাঁদেরকে 'মৃত' বলে আখ্যায়িত করা যাবে না।

৩। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি, ক্ষুধা-অনাহার এবং অর্থ-সম্পদ, জান ও আয়-উপার্জনের নোকসান ঘটিয়ে মুমিনদেরকে পরীক্ষা করবেন।

এমতাবস্থায় যাঁরা দৃঢ়তা-অটলতা-অবিচলতা অবলম্বন করবেন, তাঁদের জন্যই রয়েছে আল্লাহর বিপুল অনুগ্রহ ও রাহমাত। ❖

সূরা আলে ইমরান

আয়াত ১৪-১৭

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰

১। আয়াত

(১৪) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا صلى وَاللّٰهُ عِنْدَه حُسْنُ الْمَآبِ٥

(১৫) قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ج لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ قف وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ م بِالْعِبَادِ٥

(১৬) اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ٥

(১৭) أَلصَّابِرِيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالأَسْحَارِ٥

২। ভাবানুবাদ

১৪. মানুষের জন্য আকর্ষণীয় জিনিস, যেমন, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রূপার স্তূপ, চিহ্নিত ঘোড়া (অর্থাৎ সেরা ঘোড়া), গৃহ পালিত পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি ভালোবাসাকে সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই গুলো দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম আবাস।

১৫. বল, 'আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো এই গুলোর চেয়েও উত্তম জিনিসের কথা ? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট জান্নাত, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান, যেখানে তারা থাকবে চিরদিন, পাবে পবিত্রা স্ত্রী, আর আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সব কিছু দেখে থাকেন।'

১৬. যারা বলে, 'হে আমাদের রব, অবশ্যই আমরা ঈমান এনেছি, আপনি আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচান।'

১৭. আর এরা ছবর অবলম্বনকারী, সত্যনিষ্ঠ, আনুগত্যপরায়ণ, ইনফাককারী এবং রাতের শেষ ভাগে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।'

৩। পরিপ্রেক্ষিত

হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর প্রান্তরে ঈমানের বলে বলীয়ান তিন শত তেরো জন মুসলিমের এক হাজার মুশরিক যোদ্ধার ওপর বিজয় লাভ গোটা আরব উপদ্বীপে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সকলে অনুভব করে, আলমাদীনা আলমুনাওয়ারা-তে এক ব্যতিক্রমধর্মী শক্তি সুসংহত হয়েছে। এই শক্তির উত্থানের মাঝে তারা নিজেদের পতনের আলামত দেখতে পায়।

মাক্কা থেকে হিজরাত করে এসে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করা কালে অন্যদের মতো আলমাদীনার উপকণ্ঠে বসবাস রত ইয়াহুদী গোত্রগুলোর সাথেও চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী বহিরাক্রমণ কালে আলমাদীনার নিরাপত্তার জন্য তাদেরও ভূমিকা পালন করার কথা। কিন্তু বদর যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় লাভের পর ইয়াহুদীরা গোপনে মাক্কা ও অন্যান্য অঞ্চলের মুশরিক শক্তির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে আলমাদীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে। অথচ এরা

দাবি করতো, এরা আত্‌তাওরাতের অনুসারী এবং একত্ববাদী। একত্ববাদী হয়ে মুশরিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার তো কোন সুযোগ ছিলো না।

ইয়াহুদী গোত্রগুলোর অন্যতম ছিলো বানু কাইনুকা। এই গোত্রটি ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমনিতে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলো। সেই জন্যই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই গোত্রটির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আলমাদীনা থেকে বের করে দেন। এতে অন্য ইয়াহুদী গোত্রগুলো আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

বদর প্রান্তরে পরাজিত হয়ে মাক্কার মুশরিকরা প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছিলো। ইয়াহুদী গোত্রগুলো এতে পেট্রোল ঢেলে দেয়। ফলে হিজরী তৃতীয় সনে তিন হাজার মুশরিক যোদ্ধা আলমাদীনা আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক হাজার যোদ্ধা নিয়ে উহুদের দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্য থেকে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই তিন শত সংগী নিয়ে পেছনে ফিরে যায়।

উহুদ প্রান্তরে তিন হাজার মুশরিক যোদ্ধার মুখোমুখি হন সাত শত জন মুসলিম। আল্লাহর মেহেরবানীতে এবারও মুসলিমরাই বিজয়ী হন। কিন্তু একটি কৌশলগত পাহাড়ী পথ পাহারায় নিয়োজিত বেশির ভাগ তীরন্দাজ তাঁদের অবস্থান স্থল ত্যাগ করায় যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভীষণভাবে আহত হন। বহু মুজাহিদ আহত হন। শহীদ হন সত্তর জন।

এই বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে নাযিল হয় তিনটি ভাষণ। হিজরী নবম সনে নাযিলকৃত একটি ভাষণকেও প্রাসংগিকতার কারণে এই ভাষণগুলোর সাথে জুড়ে দেওয়া হয়।

এই চারটি ভাষণের সমষ্টির নাম সূরা আলে ইমরান।

প্রথম ভাষণটি এই সূরার প্রথম আয়াত থেকে বত্রিশ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত। বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে এই ভাষণটি নাযিল হয়েছে বলে প্রখ্যাত তাফসীরকারদের মত।

দ্বিতীয় ভাষণটি তেত্রিশ নাম্বার আয়াত থেকে একাত্তর নাম্বার আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত। হিজরী নবম সনে দক্ষিণ আরবের নাজরান অঞ্চল থেকে একটি খৃস্টান প্রতিনিধি দলের আগমন উপলক্ষে এই ভাষণটি নাযিল হয়।

তৃতীয় ভাষণটি বাহাত্তর নাম্বার আয়াত থেকে একশত বিশ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি বদর ও উহুদ যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে নাযিল হয়।

চতুর্থ ভাষণটি একশত একুশ নাম্বার আয়াত থেকে দুই শত নাম্বার আয়াত (অর্থাৎ শেষ আয়াত) পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ভাষণটি উহুদ যুদ্ধের পর নাযিল হয়।

এই সূরায় মূলত দুইটি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি দলে রয়েছে ইয়াহুদী ও খৃস্টানগণ।

অপর দলটিতে রয়েছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ঈমান আনয়নকারী মুসলিমগণ।

প্রথম দলটিকে বলা হয়েছে, অতীতে নবীগণ যেই দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই দীনেরই ধারক বাহক। অতএব তাদের কর্তব্য হচ্ছে বাঁকাপথে না চলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক উপস্থাপিত সত্য-সঠিক পথের অনুসারী হওয়া।

দ্বিতীয় দলটিকে অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুসারীদেরকে বলা হয়েছে যে তাঁদেরকে পৃথিবীর সর্বোত্তম জাতির মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে এবং গোটা পৃথিবীর সমাজ ও সভ্যতার ইছলাহ সাধনের দায়িত্ব তাঁদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আর যেই সব নৈতিক চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে অতীতে বহু জাতি অধপতনের শিকার হয়েছে তাঁদেরকে সেই সব দুর্বলতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে– সূরা আলে ইমরানের ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ নাম্বার আয়াত। এই আয়াতগুলো এই সূরার প্রথম ভাষণটির অংশবিশেষ।

৪। ব্যাখ্যা

১৪ নাম্বার আয়াত

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○

'মানুষের জন্য আকর্ষণীয় জিনিস, যেমন, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রূপার স্তূপ, চিহ্নিত ঘোড়া (অর্থাৎ সেরা ঘোড়া), গৃহ পালিত পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি ভালোবাসাকে সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই গুলো দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম আবাস।'

এই আয়াতের প্রথমাংশে যেই সব জিনিস মানুষকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে সেই গুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর আয়াতের শেষাংশে ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا صلى وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ (এই গুলো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম আবাস।) বলে মানুষকে দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেবার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সূরা আল 'আনকাবূতের ৬৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ج وَاِنَّ الدَّارَ الاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ ج

'আর দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল জীবনের ঘর তো হলো আখিরাতের ঘর।'

সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

'আর দুনিয়ার জীবন তো ছলনার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।'

সূরা আল মুনাফিকুনের ৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا لاَتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ۝

'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের অর্থ-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে না রাখে। যারা এমনটি করবে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

সূরা আত্‌তাওবাহ্‌র ২৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِه فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِه ط وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَo

'তাদেরকে বল, তোমাদের আব্বা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের উপার্জিত অর্থ-সম্পদ, তোমাদের ঐ ব্যবসা যার মন্দার আশংকা তোমরা কর, তোমাদের পছন্দের ঘর-বাড়ি যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ ফাসিকদেরকে সঠিক পথের দিশা দেন না।'

সূরা সাবা'র ৩৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَ مَا اَمْوَالُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفى اِلاَّ مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِى الْغُرُفَاتِ اٰمِنُوْنَo

'তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন নয় যে এই গুলো তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে, তবে যারা ঈমান আনে এবং আমালুছ ছালিহ করে তারা এমন লোক যাদের জন্য রয়েছে তাদের কর্মের দ্বিগুণ প্রতিদান এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে অবস্থান করবে।'

সূরা আলআ'লা-র ১৬ ও ১৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَاo وَالاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبْقٰىo

'বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছো। অথচ উত্তম ও স্থায়ী হচ্ছে আখিরাত।'

স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মানুষের অন্তরে থাকে গভীর অনুরাগ।

টাকা-পয়সা ও অন্যান্য সম্পদের প্রতি মানুষ দারুণ আকর্ষণ অনুভব করে থাকে। একটি সীমা পর্যন্ত এই অনুরাগ ও আকর্ষণ আপত্তিকর নয়। কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে গেলেই ঘটে বিপত্তি। তখন মানুষ দুনিয়া-প্রীতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর দুনিয়া-প্রীতি মানুষকে আখিরাতমুখী হতে দেয় না। সেই জন্যই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানুষকে দুনিয়ার জীবনের প্রকৃত অবস্থা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ দুনিয়ার জীবনের গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে প্রতারণার শিকারে পরিণত না হয়।

১৫ নাম্বার আয়াত

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۖ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ○

'বল, 'আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো এই গুলোর চেয়ে উত্তম জিনিসের কথা ? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান, যেখানে তারা থাকবে চিরদিন, পাবে পবিত্রা স্ত্রী, আর আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সব কিছু দেখে থাকেন।'

এই আয়াতের প্রথমাংশে বলা হয়েছে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ ও সামগ্রীর চেয়ে অনেক বেশি উত্তম সম্পদ রয়েছে আখিরাতে। আর আয়াতের দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে যে সেই উত্তম সম্পদ হচ্ছে জান্নাত, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান এবং যা তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

যাঁরা জান্নাতে প্রেরিত হবেন তাঁরা অনন্ত কালের জন্য সেখানে স্থায়িত্ব লাভ করবেন।

সেখানে তাঁরা পবিত্রা স্ত্রী পাবেন। সর্বোপরি তাঁরা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সন্তোষ লাভ করে ধন্য হবেন।

এই আয়াতের শেষাংশে

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ ۢ بِالْعِبَادِ ○

(আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দেখে থাকেন) কথাটি যুক্ত করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যেনো এই ইংগিত দিলেন যে তিনি অপাত্রে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ দান

করেন না। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখেন। তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাঁরা তাঁকে ভয় করে তাঁদের চিন্তা-চেতনা, ইচ্ছা-সংকল্প এবং কর্মকাণ্ডকে পরিশীলিত করে নেন, তিনি তাঁদেরকেই পুরস্কৃত করে থাকেন।

১৬ নাম্বার আয়াত

الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥

'যারা বলে, হে আমাদের রব, অবশ্যই আমরা ঈমান এনেছি, আপনি আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচান।'

এই আয়াতে যাঁরা আল্লাহকে ভয় করে চলে তাঁদের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই লোকগুলো আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কাছে গুনাহ মাফের জন্য এবং তাঁদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাবার জন্য বিনীতভাবে দু'আ করতে থাকেন।

১৭ নাম্বার আয়াত

الصَّابِرِيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ ٥

'এরা ছবর অবলম্বনকারী, সত্যনিষ্ঠ, আনুগত্যপরায়ণ, ইনফাককারী এবং রাতের শেষ ভাগে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।'

এই আয়াতে তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের আরো পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

☐ **তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ ছবর অবলম্বনকারী হয়ে থাকেন।**

ছবর অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আলকুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এই গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য মুমিনদেরকে তাকিদ করেছেন।

সূরা আলবাকারা-র ১৫৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ٥

'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ছবর অবলম্বনকারীদের সংগে আছেন।'

সূরা আলবাকারা-র ১৫৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الاَمْوَالِ وَالاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ ٥

'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি ও ক্ষুধা-অনাহার দ্বারা এবং তোমাদের মাল, জান ও আয়-রোজগারের নোকসান ঘটিয়ে। এমতাবস্থায় যারা ছবর অবলম্বন করবে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও।'

সূরা আয্-যুমার-এর ১০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرِيْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥

'ছবর অবলম্বনকারীদেরকে পূর্ণভাবে অগণিত পুরস্কার দেওয়া হবে।'

সূরা আলবাকারা-র ১৭৭ নাম্বার আয়াতের অংশবিশেষে মুত্তাকী ব্যক্তিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَاْسَ ط

'আর এরা অভাব-অনটন, বিপদ-মুসীবাত এবং হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ছবর অবলম্বনকারী।'

☐ **তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকেন।**

সত্যনিষ্ঠার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلصِّدْقُ طُمَانِيَةٌ وَالْكِذْبَ رِيْبَةٌ ٥

[আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনু আলী (রা), জামে আত-তিরমিযী]

'সত্যনিষ্ঠা অবশ্যই প্রশান্তি-নিশ্চিন্ততা সৃষ্টি করে। আর মিথ্যা সন্দেহ-সংশয়-অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ٥

[আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা), ছাহীহ্ মুসলিম, ছাহীহ্ আলবুখারী]

'নিশ্চয়ই সত্য পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।'

সূরা আত্ তাওবাহ্-র ১১৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুমিনদেরকে সত্যনিষ্ঠা অবলম্বনের তাকিদ দিয়ে বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ٥

'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহকে ভয় করে চল এবং সত্যনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।'

সূরা আলহাজের ৩০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ٥

'তোমরা মিথ্যা কথা পরিহার কর।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবীরা গুনাহগুলোর মধ্য থেকে মারাত্মক কবীরা গুনাহগুলো চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন,

اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرَ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ اَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ٥

[আবু বাকরা (রা), ছাহীহ্ মুসলিম, ছাহীহ্ আলবুখারী]

'সাবধান, আমি কি তোমাদেরকে কবীরা গুনাহগুলোর মধ্য থেকে মারাত্মক কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে অবহিত করবো?' আমরা বললাম, 'হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর সাথে শিরককরণ, আব্বা-আম্মার অবাধ্যতা" (অতপর হেলান দেওয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে) তিনি বলতে থাকলেন, 'সাবধান, এবং মিথ্যা কথন।'

সূরা আলফুরকানের ৭২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের যেই সব বৈশিষ্ট উল্লেখ করেছেন তার একটি হচ্ছে–

وَالَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَه

'এরা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।'

সূরা আলআহযাবের ৩৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যাঁরা তাঁর ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার লাভ করে ধন্য হবেন তাঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট উল্লেখ করে বলেন,

وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ ه

'এরা সত্যবাদী-সত্যনিষ্ঠ পুরুষ এবং সত্যবাদী-সত্যনিষ্ঠ নারী।'

☐ তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যশীল হয়ে থাকেন।

সূরা আন্ নূরের ৫১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ط وَاُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ه

'মুমিনদের কোন কিছু ফায়সালা করার ব্যাপারে যখন তাদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান জানানো হয় তখন তারা এই কথাই বলে, 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম' আর এই সব লোকেই সফলকাম।'

সূরা আলে ইমরানের ৩১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٠

'তাদেরকে বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি সত্যি ভালোবাসা পোষণ কর, তাহলে আমার অনুসরণ কর। এতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন। এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াবান।'

সূরা আল আহযাবের ২১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُـوا اللهَ وَالْيَوْمِ الاخِرَ.

'প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি আশাবাদী তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।'

সূরা আল আহযাবের ৩৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার পেয়ে যাঁরা ধন্য হবেন তাঁদের একটি বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ.

'এরা (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের) প্রতি আনুগত্যশীল পুরুষ ও আনুগত্যশীল নারী।'

☐ **তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ আল্লাহর পথে অকাতরে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে থাকেন।**

আলকুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুমিনদেরকে ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর তাকিদ করেছেন।

সূরা আল হাদীদের ১১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضعِفَه لَه وَلَه اَجْرٌ كَرِيْمٌo

'কে আছে আল্লাহকে করযে হাসানা দেবে যা তিনি বহু গুণ বাড়িয়ে তাকে ফেরত দেবেন? আর তার জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান।'

সূরা আলবাকারা-র ২৫৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌo

'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আমি তোমাদেরকে যেই রিযক দিয়েছি তা থেকে ইনফাক কর সেই দিনটি আসার পূর্বে যেই দিন কোন বেচাকেনা, কোন বন্ধুত্ব ও কোন সুপারিশ চলবে না।'

সূরা আলে ইমরানের ৯২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ.

'তোমরা প্রকৃত পুণ্য লাভ করতে পারবে না যেই পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় না করবে।'

এই সব আয়াতের দাবি পূরণের জন্য খাঁটি মুমিনগণ অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করে থাকেন।

সূরা আল আহযাবের ৩৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁদেরকে,

اَلْمُصَدِّقِيْنَ وَالْمُصَدِّقَاتِ.

(ইনফাককারী পুরুষ ও ইনফাককারী মহিলা) বলে উল্লেখ করেছেন।

অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহর পথে অকাতরে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেন। সমাজের অভাবী ব্যক্তিদের প্রতি তাঁদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত হয়। আর আল্লাহর দীনের আওয়াজ বুলন্দ করার কাজে তাঁরা উদারভাবে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে থাকেন।

সূরা আলে ইমরানের ১৩৪ নাম্বার আয়াতে এই ধরনের ব্যক্তিদের পরিচয় তুলে ধরে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط

'যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর পথে) অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, যারা ক্রোধ দমন করে এবং যারা লোকদের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেয়।'

☐ **তাকওয়া অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ শেষ রাতে আল্লাহর নিকট প্রার্থনাকারী হয়ে থাকেন।**

সূরা আন্ নিসা-র ১০৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ه

'আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।'

সূরা আন্ নাছর-এর ৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط اِنَّه كَانَ تَوَّابًا ۝

'তোমার প্রভুর প্রশংসা সহকারে তাঁর তাসবীহ্ কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি বেশি বেশি তাওবা কবুলকারী।'

সূরা আলআনফাল-এর ৩৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝

'আল্লাহ্ এমন নন যে তুমি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় তিনি তাদের ওপর আযাব নাযিল করবেন। আর আল্লাহ্ এমন নন যে লোকেরা ক্ষমা চাইতে থাকবে, আর তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

اَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

[আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা), জামে আত্তিরমিযী]

'ওহে লোকেরা, সালামের প্রসার ঘটাও, (অভাবীদেরকে) আহার করাও, রাতে যখন লোকেরা ঘুমায় সেই সময় ছালাত আদায় কর। তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।'

সূরা আস্সাজদাহ-র ১৬ নাম্বার আয়াতে খাঁটি মুমিনদের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ز وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

'তাঁদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে থাকে এবং ভয় ও আশা নিয়ে তারা তাদের রবের নিকট দু'আ করতে থাকে। আর আমি তাদেরকে যেই রিযক

দিয়েছি তা থেকে তারা ইনফাক করে।'

সূরা আয্যারিয়াতের ১৫ থেকে ১৯ নাম্বার আয়াতে মুত্তাকী মুহসিন ব্যক্তিদের কিছু বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍo اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَo كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَo وَبِالاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَo وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِo

'মুত্তাকী ব্যক্তিরা সেইদিন বাগান ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে থাকবে। তাদের রব তাদেরকে যা দেবেন তা তারা খুশি হয়ে নিতে থাকবে। তারা সেই দিনটি আসার আগে (অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে) মুহসিন হিসেবে জীবন যাপন করেছে। রাতে তারা কমই ঘুমাতো। শেষ রাতে তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো। আর তাদের অর্থ-সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক স্বীকৃত ছিলো।'

৫। শিক্ষা

যেই সব তাকওয়াবান ব্যক্তি (১) সব সময় আল্লাহর কাছে মাগফিরাত চাইতে থাকেন, (২) প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে ছবর অবলম্বন করেন, (৩) সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন, (৪) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে অটল থাকেন, (৫) আল্লাহর পথে অকাতরে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে থাকেন এবং (৬) বিশেষ করে শেষ রাতে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁদের জন্য অতুলনীয় অফুরন্ত নিয়ামতে ভরপুর জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন।

সূরা আদ্ দাহর (বা সূরা আল ইনসান)-এর ২০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيْرًا.

"এবং তুমি যেই দিকেই তাকাবে দেখবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ-আনন্দ উপকরণের সমারোহ এবং বিশাল সাম্রাজ্য।"

একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لاَ خَطَرَ عَلى قَلْبِ بَشَرٍ.

[আবু হুরাইরা (রা), ছাহীহ মুসলিম, ছাহীহ আলবুখারী]

'আমি আমার ছালিহ বান্দাদের জন্য এমন সব নিয়ামত মওজুদ করে রেখেছি যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, যার কথা কোন কান কখনো শুনেনি এবং যার ধারণা কোন হৃদয়ে কখনো উদিত হয়নি।'

জান্নাতের সামগ্রীর তুলনায় দুনিয়ার সামগ্রী অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقى كَافِرًا مِنْهَا شِرْبَةَ مَاءٍ.

[সাহল ইবনু সা'দ (রা), জামে আততিরমিযী]

'আল্লাহর নিকট দুনিয়ার মূল্য যদি একটি মশার ডানার মূল্যের সমান হতো, তাহলে তিনি কোন কাফিরকে এখেকে এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেন না।'

অতএব এই নগণ্য দুনিয়াকে নয়, আখিরাতের অনন্ত জীবনে মহামূল্যবান জান্নাত প্রাপ্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমাদের চিন্তা-চেতনা, কামনা-বাসনা এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। ❖

সূরা আলহাদীদ

আয়াত ২০-২১

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

১। আয়াত

(২০) اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُه ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

(২১) سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِه ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ؕ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

২। ভাবানুবাদ

২০. 'জেনে নাও, দুনিয়ার এই জীবন খেলা, হাসি-তামাশা, বাহ্যিক চাকচিক্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব, সন্তান-সন্ততি এবং অর্থ-সম্পদে একে অপরকে অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর উপমা হচ্ছে : বৃষ্টি হয়ে গেলো, গজিয়ে ওঠা গাছগুলো দেখে কৃষক উৎফুল্ল হয়ে ওঠলো, অতপর ফসল পেকে চোখ জুড়ানো সোনালী রঙ ধারণ করলো এবং শেষে দেখা গেলো তা ভূষিতে পরিণত হয়ে গেছে। আখিরাত এমন স্থান যেখানে একদিকে রয়েছে কঠিন আযাব, অন্যদিকে আল্লাহর মাগফিরাত ও সন্তুষ্টি। আর পৃথিবীর জীবন ছলনার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

২১. একে অপরকে অতিক্রম করে এগিয়ে চল তোমাদের রবের মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও পৃথিবীর বিস্তৃতির মতো, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী লোকদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এ এমন এক অনুগ্রহ যা আল্লাহ যাকে চান, দান করেন। আর আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহের মালিক।'

৩। পরিপ্রেক্ষিত

এই সূরাটি হিজরী ৬ষ্ঠ সনে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্ববর্তী কোন এক সময়ে নাযিল হয়।

বদর যুদ্ধের পরাজয়, উহুদ যুদ্ধে জয় লাভ করেও আলমাদীনা মুনাওয়ারাকে তছনছ করতে না পারার আক্ষেপ এবং আল আহযাব যুদ্ধে ২৫ দিন আলমাদীনাকে অবরুদ্ধ করে রাখার পর প্রচণ্ড শীত ও ধুলিঝড়ে কাবু হয়ে লজ্জাজনক পিছুহটা মাক্কার মুশরিকদেরকে ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলো।

তারা গোটা আরব উপদ্বীপের মুশরিকদের সাথে যোগাযোগ করে মুমিনদের জন্য অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে তৎপর ছিলো। কোন দিকে যাওয়া-আসা মুমিনদের জন্য মোটেই নিরাপদ ছিলো না। বলা চলে, অর্থনৈতিকভাবেও তখন মুমিনগণ অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন।

এই অবস্থাতেও মুমিনদেরকে অধিকতর দৃঢ়তা অবলম্বন এবং অধিকতর আর্থিক কুরবানীর তাকিদ দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন নাযিল করেন সূরা আলহাদীদ।

❑ এই সূরার শুরুতে নিজের পরিচয় তুলে ধরে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন, 'তিনি আল আযীয, আল হাকীম, আল কাদীর, আল আউয়াল, আল আখির, আয্ যাহির, আল বাতিন এবং আল 'আলিম। আসমান ও পৃথিবীর সবকিছু তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। আর জীবন মৃত্যুর চাবিকাঠিও তাঁরই হাতে।

❑ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ-র গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছেন। বিজয়ের পূর্বে অর্থ-সম্পদ দান করা যে বিজয়ের পরে দান

করার চেয়ে অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ তা ব্যক্ত করেছেন।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর পথে অর্থ দানকে তাঁকে করযে হাসানা দেওয়া বলে উল্লেখ করেছেন এবং তা তিনি বহু গুণে বাড়িয়ে ফেরত দেবেন বলে জানিয়েছেন।

আল্লাহর পথে যাঁরা অকাতরে অর্থ-সম্পদ দান করেন তাঁদেরকে তিনি নূর দান করবেন যেই নূর আখিরাতে তাদের চলার পথ আলোকোজ্জ্বল করে রাখবে।

❑ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যেই সব আহলি কিতাব দুনিয়া পূজায় লিপ্ত হয়েছে বিধায় তাদের মন পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেছে, মুমিনগণ যেনো তাদের মতো হয়ে না যান, সেই মর্মে তাঁদেরকে সাবধান করেছেন।

❑ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন দুনিয়ার জীবনের স্বল্প পরিসর স্থায়িত্ব এবং এর সম্পদ-সম্ভারের নগণ্যতার কথা মুমিনদেরকে আবারো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

❑ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুমিনদেরকে আবারো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে মানুষের উচিত জান্নাত প্রাপ্তির জন্য প্রতিযোগিতা করা।

❑ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আবারো জানালেন যে আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কারো ওপর বিপদ-মুছীবাত আসতে পারে না। আর মুমিনদের ওপর বিপদ-মুছীবাত আপতিত হয় তাদের প্রশিক্ষণ ও মানোন্নয়নের জন্য।

❑ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন জানালেন যে নবী-রাসূলদেরকে এমন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে যা প্রবর্তিত হলে প্রতিটি মানুষ তার ন্যায্য অধিকার পেয়ে ধন্য হবে।

❑ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরো জানালেন যে যাঁরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ঈমান এনে আল্লাহকে ভয় করে চলবেন, তিনি তাঁদেরকে এমন নূর (দূর দৃষ্টি) দান করবেন, যা তাঁদেরকে দুনিয়ার বাঁকাপথগুলো পরিহার করে সত্য-সঠিক পথে চলতে সাহায্য করবে।

৪। ব্যাখ্যা

২০ নাম্বার আয়াত

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ

وَتَكَاثُرٌ فِي الاَمْوَالِ وَالاَوْلاَدِ ط كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُه ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرـــهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ط وَفِي الاخِرَةِ عَـــذَابٌ شَدِيْدٌ لا وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ ط وَمَـــا الْحَيــوةُ الـــدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

'জেনে নাও, দুনিয়ার এই জীবন একটি খেলা, হাসি-তামাশা, বাহ্যিক চাকচিক্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব, সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-সম্পদে একে অপরকে অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উপমা হচ্ছে : বৃষ্টি হয়ে গেলো, গজিয়ে ওঠা গাছগুলো দেখে কৃষক উৎফুল্ল হয়ে ওঠলো, অতপর ফসল পেকে চোখ জুড়ানো সোনালী রঙ ধারণ করলো এবং পরে দেখা গেলো তা ভূষিতে পরিণত হয়ে গেছে। আখিরাত এমন স্থান যেখানে একদিকে রয়েছে কঠিন আযাব, অন্যদিকে রয়েছে আল্লাহর মাগফিরাত ও সন্তুষ্টি। আর পৃথিবীর জীবন তো ছলনার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

□ পৃথিবীর সম্পদ ও উপকরণের তুচ্ছতা সম্পর্কে সূরা আশ্-শূরা-র ৩৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيوةِ الدُّنْيَا ج وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْـــرٌ وَّ اَبْقى لِلَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

'তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা দুনিয়ার (ক্ষণস্থায়ী) জীবনের সামান্য সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা যেমনি উত্তম তেমনি স্থায়ী। তা সেইসব লোকদের জন্য– যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের ওপর তাওয়াক্কুল করে।'

□ সূরা আল 'আন্‌কাবূত-এর ৬৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَمَا هذِهِ الْحَيوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ ط وَاِنَّ الدَّارَ الاخِرَةَ لَهِـــيَ الْحَيَوَانُ ج لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

'আর দুনিয়ার জীবন হাসি-তামাশা, খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর আখিরাতের ঘর– সেটাই তো জীবন– যদি ওরা জানতো।'

❐ সূরা আল কাহ্‌ফ-এর ৪৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ أَمَلاً ٥

'এই অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুনিয়ার জীবনের সাময়িক সাজসজ্জামাত্র। আসলে তো টিকে থাকার মতো নেক আমলই তোমার রবের নিকট পরিণামের দিক দিয়ে উত্তম এবং এই বিষয়েই ভালো কিছু আশা করা যায়।

❐ সূরা আলে ইমরানের ১৪ ও ১৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَاللّٰهُ عِنْدَه حُسْنُ الْمَاٰبِ ٥ قُلْ أَؤُنَبِّـئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ط لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّـنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ م بِالْعِبَادِ٥

'মানুষের জন্য আকর্ষণীয় জিনিস, যেমন, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রূপার স্তূপ, চিহ্নিত ঘোড়া (অর্থাৎ সেরা ঘোড়া), গৃহপালিত পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি ভালোবাসাকে সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এইগুলো দুনিয়ার জীবনের তুচ্ছ সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম আবাস।

বল ঃ আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো এইগুলোর চেয়ে উত্তম জিনিসের কথা? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান, যেখানে তারা থাকবে চিরদিন, পাবে পবিত্রা স্ত্রী এবং আল্লাহর

সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সব কিছু দেখে থাকেন।'

☐ কাফিরগণ এই নগণ্য দুনিয়ার মজা লুটার কাজেই মত্ত থাকে। সূরা মুহাম্মাদ-এর ১২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَأْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ٥

'আর কাফিররা দুনিয়ার মজা লুটছে, জন্তু-জানোয়ারের মতো পানাহার করছে। জাহান্নামই ওদের চূড়ান্ত ঠিকানা।'

☐ দুনিয়া পূজারীদের জাঁকজমকপূর্ণ জীবন ধারার দিকে চোখ তুলে তাকাতে নিষেধ করে সূরা তা-হা-র ১৩১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِه اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْـرَةَ الْحَيٰـوةِ الدُّنْيَا لا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ط وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ٥

'দুনিয়ার জীবনের এই জাঁকজমক যা আমি তাদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিকে দিয়েছি, সেইগুলোর দিকে তুমি চোখ তুলে তাকাবে না। এই সব তো তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলার জন্য আমি দিয়েছি। আর তোমার রবের (নিকট মওজুদ) রিযকই উত্তম এবং স্থায়ী।'

☐ দুনিয়ার পেছনে ছুটা যে মরীচিকার পেছনে ছুটার মতো নিষ্ফল তা বুঝাতে গিয়ে সূরা আন্ নূর-এর ৩৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ م بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَـاءً ط حَتّٰى اِذَا جَاءَه لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّ وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَه فَوَفّٰهُ حِسَـابَه ط وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ٥

'যারা কুফর অবলম্বন করে তাদের আমলের উপমা হচ্ছে : মরুভূমিতে দৃষ্ট মরীচিকার মতো। পিপাসাকাতর মানুষ ওটাকে পানি মনে করে।

যখন সে সেখানে পৌঁছে তখন সে কিছুই পায় না। কিন্তু সে পায় আল্লাহকে যিনি

তার পুরো হিসাব চুকিয়ে দেন। আর আল্লাহ হিসাব গ্রহণে খুবই ত্বরিৎ।'

☐ দুনিয়ার জীবনের মনোমুগ্ধকর উপকরণগুলো এইভাবেই শেষাবধি নিষ্ফল প্রমাণিত হয়। সেই জন্যই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন দুনিয়ার উপকরণগুলোকে 'ছলনার উপকরণ' বলে উল্লেখ করেছেন।

☐ তদুপরি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আখিরাতের বাস্তব অবস্থার কথাও তুলে ধরেছেন। যারা তাদের জীবনোদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে 'ছলনার উপকরণ' গুলোর পেছনে ছুটে ছুটে জীবনাতিপাত করবে তাদের জন্য عَذَابٌ شَدِيْدٌ (কঠিন শাস্তি) অপেক্ষমান। পক্ষান্তরে যাঁরা তাঁদের জীবনোদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সংগ্রামে নিবেদিত থেকে জীবনাতিপাত করবেন, তাঁদের জন্য রয়েছে مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ (আল্লাহর মাগফিরাত ও সন্তুষ্টি)।

২১ নাম্বার আয়াত

سَابِقُوْآ اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ؕ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

'একে অপরকে অতিক্রম করে এগিয়ে চল তোমাদের রবের মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও পৃথিবীর বিস্তৃতির মতো, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাসী লোকদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এ এমন এক অনুগ্রহ যা আল্লাহ যাকে চান, দান করেন। আর আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহের মালিক।'

☐ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের মাগফিরাত এবং জান্নাতকে লক্ষ্য বস্তু বানিয়ে জীবন যাপনের তাকিদ দিয়ে সূরা আলে ইমরান-এর ১৩৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

سَارِعُوْآ اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

'দ্রুত এগিয়ে চল তোমাদের রবের মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে যার– বিস্তৃতি

আসমান ও পৃথিবীর বিস্তৃতির মতো, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।'

□ জান্নাতে মুত্তাকীদের জন্য যেই সব নি'মাত মওজুদ করে রাখা হয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে সূরা মুহাম্মাদ-এর ১৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط فِيْهَآ اَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ج وَاَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُه ج وَاَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ج وَاَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ط

'মুত্তাকীদের জন্য যেই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার স্বরূপ হচ্ছে : এতে রয়েছে স্বচ্ছ পানির ঝর্ণা যা কখনো দূষিত হয় না, এতে রয়েছে দুধের ঝর্ণা যার স্বাদ কখনো নষ্ট হয় না, এতে রয়েছে শারাবের ঝর্ণা যা পানকারীদেরকে তৃপ্তি দেয়, এতে রয়েছে স্বচ্ছ ও নির্মল মধুর ঝর্ণা। এতে রয়েছে সব রকমের ফল। আর তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের মাগফিরাত।'

□ সূরা আল মুতাফ্ফিফীন-এর ২২ থেকে ২৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّ الاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ○ عَلَى الاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ ○ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ○ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ○ خِتٰمُه مِسْكٌ ط وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ○

'নিশ্চয়ই পুণ্যবান ব্যক্তিরা পরম আনন্দে থাকবে। তারা উচ্চাসনে বসে নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী দেখতে থাকবে। তুমি তাদের চেহারায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ ভোগের ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাবে। তাদেরকে সিল আঁটা পানীয় পান করানো হবে যা মিসকের সুঘ্রাণযুক্ত। প্রতিযোগিতা করে যারা জিততে চায় তাদের তো এই ক্ষেত্রে জেতার জন্যই প্রতিযোগিতা করা উচিত।'

❑ সূরা আদ্ দাহ্‌র-এর ১৩ থেকে ২০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ ج لَايَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ○ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ○ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ○ قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ○ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ○ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ○ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ج اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ○ وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ○

'তারা উচ্চাসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে তারা সূর্যের প্রখর উত্তাপও দেখবে না, শীতের তীব্রতাও দেখবে না। গাছের ছায়া ঝুঁকে থাকবে তাদের ওপর। ফল ভরা শাখাগুলো থাকবে তাদের নাগালের মধ্যে। পানীয় ভর্তি রূপা ও কাঁচের পাত্র হাতে তুলে দেওয়া হবে। সেই কাঁচ পাত্রও হবে রূপাজাতীয়। আর এইগুলো সঠিক পরিমাণে ভর্তি থাকবে। সেখানে তাদেরকে পেয়ালা ভর্তি এমন পানীয় পান করানো হবে যাতে আদার নির্যাস মেশানো থাকবে। সেখানে থাকবে একটি ঝর্ণা যার নাম সালসাবীল। তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে একদল বালক যারা চিরদিন বালকই থাকবে। তাদেরকে দেখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তা বলে মনে হবে। তুমি যেই দিকেই তাকাবে নি'মাত আর নি'মাতই দেখতে পাবে। আর দেখতে পাবে বিশাল সাম্রাজ্য।'

❑ সূরা আল কামার-এর ৫৪ ও ৫৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ○ فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ○

'নিশ্চয়ই মুত্তাকী লোকেরা বাগান ও ঝর্ণার মধ্যে থাকবে। সত্যিকার সম্মানের স্থানে, মহাশক্তিধর সম্রাটের নিকটে।'

□ একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَــمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ٥

'আমি আমার ছালিহ বান্দাদের জন্য এমন সব নি'মাত মওজুদ করে রেখেছি যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, যার কথা কোন কান কখনো শুনেনি এবং যার ধারণা কোন হৃদয়ে কখনো উদিত হয়নি।'

সন্দেহ নেই, জান্নাতে একটু ঠাঁই পাওয়া মানুষের বড়ো পাওয়া, পরম পাওয়া।

এই পাওয়া আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অনুগ্রহ নির্ভর। এমন অনুগ্রহ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনেরই রয়েছে। তবে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অপাত্রে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন না।

৫। শিক্ষা

১. হারাম থেকে বেঁচে, হালালের গণ্ডিতে থেকে, কারো কাছে হাত না পেতে এবং ঋণগ্রস্ত না হয়ে জীবন যাপন করতে পারার মতো অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়া অভিপ্রেত।

প্রয়োজন পূরণের মতো অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও অবিরাম অর্থ-সম্পদের পেছনে দৌড়ানো অভিপ্রেত নয়।

এক শ্রেণীর লোক অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়া, বহুসংখ্যক বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হওয়া এবং রকমারি বিলাস সামগ্রী সংগ্রহ করার কাজে অহর্নিশ মেতে থাকে। এটারই নাম দুনিয়া-প্রীতি।

দুনিয়া-প্রীতি আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। সেই জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন দুনিয়ার জীবনের প্রকৃত অবস্থা মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ দুনিয়ার জীবনের গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে প্রতারণার শিকারে পরিণত না হয়। অতএব কোন অবস্থাতেই দুনিয়ার জীবনের প্রকৃত অবস্থা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

২. দুনিয়ার স্বল্প পরিসর জীবন শেষে মৃত্যুর দুয়ার পথে আমাদেরকে আখিরাতের অনন্ত জীবনের দিকে এগিয়ে যেতেই হয়। আখিরাতে একদিকে রয়েছে জাহান্নাম, অপরদিকে জান্নাত। জাহান্নাম চরম শাস্তি, কষ্ট-যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা ভোগের স্থান। জান্নাত পরম সুখ-শান্তি, আরাম-আনন্দ উপভোগের স্থান।

জান্নাত এক মহা-সাম্রাজ্য।

একেবারেই কম মর্যাদাবান একজন জান্নাতীকে জান্নাতের যতোটুকু স্থান দেওয়া হবে, তা বর্তমান পৃথিবীর দশগুণ বড়ো।

জান্নাতের নি'মাতগুলো অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত। জান্নাতের নি'মাতগুলো অতুলনীয় সুঘ্রাণযুক্ত।

জান্নাতের খাদ্য ও পানীয় অতীব সুস্বাদু।

জান্নাতে অভাব নেই। জান্নাতে অতৃপ্তি নেই। জান্নাতে অশান্তি নেই। জান্নাতে অসুখ নেই।

জান্নাতে বার্ধক্য নেই। জান্নাতে মৃত্যু নেই।

আর এই জান্নাত কখনো হাতছাড়া হবে না।

অতএব এই জান্নাত প্রাপ্তির লক্ষ্যেই আমাদের সকল চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত হওয়া উচিত। ❖

-- o --